Vol. 11 | No. 2 | 1967

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শাহ্ শুজার জীবন-সন্ধ্যা (১৬৬০-১৬৬১)

Volume	11
Issue	2
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ সিদ্দিক খান
Published online	December 16, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i2.5
Pages	93-166
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শাহ্ শুজার জীবন-সন্ধ্যা

(১৬৬০-১৬৬১)

মুহম্মদ সিদ্দিক খান

১। প্রস্তাবনা

সম্রাট শাহ্জাহানের (১৬২৮-১৬৫৬) দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ শুজার (১৬৩৯-১৬৬০ খৃঃ) জীবনের সর্বশেষ দুইটি বৎসর ও অন্তিম পরিণতি আজও বহুলাংশে রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সুবাহ্ বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর হইতে তাঁহার পলায়নের পর যে সমস্ত তথ্যাদি এ যাবত আহরণ করা গিয়াছে তাহার অধিকাংশই দলিল, দস্তাবেজ বা অন্যবিধ প্রমাণের উপর অধিষ্ঠিত নয় এবং বহুক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। এই বিষয় সত্যোদ্‌ঘাটনের কোন সম্পূর্ণ বা একনিষ্ঠ প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। একমাত্র স্বনামখ্যাত ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাস লেখক মিঃ জি, ই, হার্ভেই অল্পকিছু তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া বিষয়টির সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন।[১] হার্ভে ব্যতীত পূর্বসূরী অন্য অনেক ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে উল্লেখ বা আলোচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টাগুলি উপযুক্ত প্রমাণাভাবে দুর্বল, অসম্পূর্ণ এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে লেখকের উৎকট জাতীয়তাবাদের ফলে পক্ষপাত ও একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। উপরন্তু ঐসব বিবরণ প্রায়শঃ ঐতিহাসিক রচনা অপেক্ষা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের নমুনা বলিয়াই পরিচিত হওয়া উচিত। শাহ্ শুজার শেষ জীবন ও অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে বর্তমান লেখক বহু বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে বিভিন্ন লেখকের রচনা হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া এবং এই সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়াই এই নিবন্ধে তৈমুর বংশোদ্ভূত রাজবংশের একটি প্রশাখার মর্মন্তুদ জীবনসমাপ্তির বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই করুণ কাহিনীর নায়কের চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত বিশ্ববিখ্যাত মুঘল সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মুহাম্মদ শুজা, যিনি শাহ্‌ শুজা নামেই লোকমুখে পরিচিত ছিলেন। বৃদ্ধ সম্রাটের শেষ জীবন পুত্র চতুষ্টয়ের পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও অসূয়া-প্রসূত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরে প্রকাশ্যে জীবন্ত পিতার তখত-ই-তাউস অধিকারের লালসায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও বেদনাময় হইয়া উঠিয়াছিল। চারি ভ্রাতার মধ্যে তিন ভ্রাতাই সিংহাসনলাভের দ্বন্দ্বে পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় শাহযাদা শুজা এই কাহিনীর নায়ক; আর প্রতিনায়কের অংক গ্রহণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তথাকথিত দুষ্টের দমনকারী, সত্যপালক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী আরাকান-রাজ চন্দ্রসুধর্ম। (Sandathu-damma)। এই চন্দ্রসুধর্মেরই রাজত্বকালীন (১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ) উহার রাজসভার অন্যতম মুসলিম রাজকর্মচারীর আশ্রিত বাঙ্গালী মুসলমান অশ্বারোহী সৈনিক কবি আলাওলও তাঁহার কাব্যে আরাকান রাজ্যের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। প্রখ্যাত আরাকানী ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ সান শোয়ে-বুর অভিমতেও চন্দ্রসুধর্ম ছিলেন ম্রওক্যে-উ রাজবংশের অন্যতম স্বনামধন্য ও বিশিষ্ট শাসক।[২] দুইজন সম্পর্কেই বহু উৎসাহী আলোচনা ও সমালোচনা করা হইয়াছে, তবে এইসব আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতদুষ্টতার কারণ হইল লেখকের জাতিবিদ্বেষ। অপরদিকে ইউরোপীয় লেখকগণ জাতিবিদ্বেষ কারণে বিশেষ করিয়া যেখানে তাহাদের নিজ জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়—সত্য গোপনের চেষ্টা বা বিকৃতি না করিলেও এই বাদ-প্রতিবাদের সুযোগ লইয়া প্রাচ্যের শাসকবর্গকে তথা প্রাচ্য দেশীয় ব্যক্তিমাত্রকেই বর্বর বলিয়া উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্রহ্মের আদি ঐতিহাসিক স্পিয়ারম্যান (Spearman) ও ফেয়ার (Phayre) কর্তৃক চন্দ্রসুধর্মের উপর আরোপিত দুর্নাম স্খালন করিবার প্রচেষ্টায় সান শোয়ে-বু একথা উল্লেখ করিয়াছেন যে ইউরোপীয় লেখকরা প্রাচ্যের শাসকদের সর্বসময়ই স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর ও বর্বর আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। হার্ভে তাঁহার ইউরোপীয় পূর্বসূরী স্পিয়ারম্যান ও ফেয়ারের প্রতি নিক্ষিপ্ত আরাকানী ঐতিহাসিকের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন যে স্পিয়ারম্যান ও ফেয়ারের মতে চন্দ্রসুধর্ম স্বয়ংই হউন অথবা সান শোয়ে-বু'র মতানুসারে শাহ্‌ শুজাই হউন একজন প্রাচ্য দেশীয় নৃপতিই বর্বরোচিত অসাধু ব্যবহারের দোষে দোষী।[৩]

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে খাজওয়ার প্রান্তরে শাহ্ শুজার নেতৃত্বাধীন সুবাহ্ বাংলার ফৌজের শোচনীয় বিপর্যয়ের দরুণ শাহযাদার ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যায়। সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতির ফলে তাঁহার মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল ও তাঁহার পক্ষে হৃতাবস্থা পুনরুদ্ধারের চিন্তামাত্রও স্বপ্নবিলাসে পর্যবসিত হইল। তাঁহার জন্য দ্রুত ও সমূহ পশ্চাদপসরণই ছিল একমাত্র উন্মুক্ত পথ এবং এই নীতির অনুসরণেই তিনি সুবাহ বাংলার পথে রওয়ানা হইলেন। বাংলা প্রদেশের সহিত শুজা—কিছুকাল বিরতি দিয়া—প্রায় সুদীর্ঘ সতেরো বৎসরের জন্য ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিলেন, তাই তিনি শ্যামল মাধুরী মণ্ডিত বাংলার আওতায় কিছুদিনের জন্য পানাহ্ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যাহত পলায়নপর শক্তিহীন রাজপুত্রের অসহায় অবস্থা দেখিয়া সুবাহ্র জমিদার ও ওমরাহগণ বিনাদ্বিধায় ও প্রকাশ্যে তাঁহার নানাবিধ বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন জাহাঙ্গীর-নগরের জমিদার মনোয়ার খাঁর ন্যায় শাহযাদা কর্তৃক অতি সম্প্রতি অনুগৃহীত ব্যক্তিও। পশ্চাদপসরণরত বিপর্যস্ত শাহযাদা তাঁহার সেনাবাহিনীর ভগ্নাংশ সমভিব্যহারে অবশেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে (১১ই শাবান ১০৭০ হিজরী) সামরিক আশ্রয়ের আশায় শহর জাহাঙ্গীরনগরে উপস্থিত হইলেন। এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহার পরিজনবর্গ, কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী সৈন্য ও অনুচর।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শাহ্ শুজা ইতিপূর্বেই আরাকানরাজ চন্দ্রসুধর্মের সকাশে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নুদ্দীনকে উপঢৌকনাদিসহ আরাকানের রাজধানী ম্রওক্যে-উতে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৪] শাহ্ শুজার ক্রমবর্ধমান ও অনিবার্য রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থাই তাঁহার নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'আলমগীরনামা'র[৫] বিবরণ অনুসারে ইহার পূর্বেও আরাকান-রাজ একবার মুঘল শাহযাদাকে অনুরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন কিন্তু বর্তমান সংকটে আরাকান হইতে প্রত্যাশিত উত্তর অতি বিলম্বিত হওয়ায় শাহ্ শুজা অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। *Daghregister Gehouden in te easteel Batavia* বা বাটাভিয়াস্থ দুর্গে সংরক্ষিত ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্রের দৈনিক রেজিষ্টারে আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মের শাসনকাল (১৬২২—৩৮ খৃঃ অব্দ) হইতে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক নথিপত্রাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। Daghregister এর

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের খণ্ডটিতে শাহ্ শুজার আরাকানে অবস্থানের উল্লেখ আছে। চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ **Daghregister** এর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের খণ্ডটি হারাইয়া যাওয়ায় শুজা-জীবনের চরম সংকটকালীন দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা *Daghregister*কে দৈনিক ঘটনাবলীর বিবরণ হিসাবে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া যে সকল ঘটনায় ওলন্দাজরা স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে, সেই সকল বিবরণ নিরপেক্ষ বলিয়াই বিশ্বাস করা চলে। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ডাঘরেজিষ্টারে ম্রওক্যে-উর (ম্রো-হও) ওলন্দাজ কুঠিয়াল গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের (**Gerrit Van Voorburg**) তিনটি চিঠি দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিঠিগুলিতে শাহ্ শুজার আরাকান প্রবাসের প্রথম বৎসরের বিবরণ ও হতভাগ্য মুঘল শাহযাদার চরম নিপীড়নও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভুরবার্গ লিখিয়াছিলেন যে আরাকানী নৌ-বহর শাহ্ শুজাকে বাংলা হইতে চট্টগ্রামের বিপরীত দিকে অবস্থিত নৌ-দুর্গ ডিয়াংগাতে (**Dianga**) আনয়ন করে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন শাহযাদা ডিয়াংগাতে পৌঁছেন ও পরে ২৬শে আগষ্ট রাজধানী ম্রওক্যে-উতে সদলবলে উপনীত হন।[৬] মুনশী মোহাম্মদ কাজিম 'আলমগীরনামা'য় নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

> পরাজিত, পর্যুদস্ত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ও ভগ্নহৃদয় শাহ্ শুজা বহু কষ্ট-ভোগের পর শাবান মাসের ১১ই তারিখে রাজধানী শহর জাহাঙ্গীর নগরে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থানকারী শুজার পুত্র জয়নুদ্দীন, শুজার আদেশ মুতাবেক আরাকান রাজসভায় সাহায্য প্রার্থনা করিয়া উপঢৌকন সমেত দূত হিসাবে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য জমিদারের সংগে একযোগে শুজার আদেশ অমান্যকারী ঢাকার জমিদার মনোয়ার খাঁকে দমনের উদ্দেশ্যেই শুজা সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তদুত্তরে আরাকানরাজ হিংস্র উপজাতীয় অনুচরসমেত গঠিত একটি সৈন্যদল প্রেরণ করিলে এই সশস্ত্রদলের সাহায্যে মনোয়ার খাঁকে দমন করা হইল। জয়নুদ্দীন এই বাহিনীকে অর্থ ও উপঢৌকন ইত্যাদিতে ভূষিত করিয়া আরাকানে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন যে অচির ভবিষ্যতে ভাগ্যচক্রে যদি তাঁহার

পিতা শাহ শুজা আরাকানে আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হন তবে আরাকানরাজ যেন শুজাকে আরাকানী সৈন্য সামন্তের রক্ষণাবেক্ষণে ম্রওক্যে-উতে লইয়া যাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। এই অনুরোধের ফলে এই প্রকার সম্ভাব্য যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মত অনুচর প্রেরণের জন্য চট্টগ্রামস্থ আরাকানী প্রাদেশিক শাসনকর্তা আদিষ্ট হইলেন।

অবশেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখ টাণ্ডার যুদ্ধে সমূহ পরাজয়ের পর শাহ্ শুজা জাহাঙ্গীরনগরে আশ্রয়প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্কটাকীর্ণ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির রূঢ় বাস্তবতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মুয়াজ্জম খাঁ মীর জুমলা দ্রুত ও নির্মম গতিতে তাঁহার বাহিনী সহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছেন যাহার ফলে সুদূর আরাকানের পার্বত্য আশ্রয়ভূমিতে পলায়ন ব্যতীত তাঁহার আর কোন গত্যন্তর নাই। সুতরাং তাঁহাকে নিরাপদে আরাকান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তিনি রাজা চন্দ্রসুধর্মের নিকট কিছু সংখ্যক রক্ষী সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সুদীর্ঘ একমাস অসীম ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়াও তিনি ম্রওক্যে-উর তরফ হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণের সংবাদ পাইলেন না। একদিকে এই নিদারুণ প্রতীক্ষা অন্যদিকে মুয়াজ্জম খাঁ নির্মম গতিতে জাহাঙ্গীরনগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ঢাকায় অবস্থান অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বিবেচনায় শাহ্ শুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। ঢাকা ত্যাগ করার পরদিন তিনি সদলবলে শ্রীপুরে পৌঁছিলেন ও এই স্থান হইতে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে জয়নুদ্দীনের অনুরোধে প্রেরিত সাহায্যকারী একটি আরাকানী সশস্ত্রদলের সহিত তাঁহারা মিলিত হইলেন।[৭]

শাহ শুজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তখতের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী শাহজাদা দারার বেতনভোগী ফরাসী চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে (**Francois Bernier**) তাঁহার জীবনের

একটি অধ্যায় হিন্দুস্থানে যাপন করিয়াছিলেন এবং এই দশ বৎসরের সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শাহ শুজার জীবনের উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

> নৌ-যাত্রার উপযোগী প্রয়োজনীয় জাহাজ শাহযাদার না থাকায় এবং আশু পলায়ন উচিত কিনা স্থির করিতে না পারায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র [৮] সুলতান বাংকে রাখানের বা আরাকানের মঘ মূর্তি-উপাসনাকারী নৃপতির দরবারে সাহায্য কামনা করিয়া প্রেরণ করেন। শাহযাদা শুজা খাস করিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন যে মঘ রাজা তাঁহাকে সাময়িকভাবে আশ্রয়দান এবং পরে সুসময়ে আরব পোতাশ্রয় মোকা শহরে পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে ইচ্ছুক কিনা। শাহযাদার আন্তরিক বাসনা ছিল যে তিনি আবার সুসময়ের সম্মুখবর্তী হইলে পবিত্র মক্কা শরিফের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লইয়া পরে স্থায়ীভাবে তুরস্ক বা পারস্য দেশে বসবাস করিবেন। ম্রও-ক্যে-উ'র অধিপতি সুলতান শুজার আবেদনের উত্তরে অত্যন্ত সদয় ভাষায় শাহযাদাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। সুলতান বাংক ফিরিংগী বা পর্তুগীজ নাবিক পরিচালিত বড় নৌকা বা গালিয়াস (galeass) বা জালিয়া নৌকা সহ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমি এই মাল্লাদের পর্তুগীজ বলিয়াই উল্লেখ করিব ··· এই রাজার বেতনভোগী যাযাবর খ্রীষ্টিয়ানদের নিম্ন বঙ্গে লুটতরাজ করাই ছিল প্রধানতম পেশা।[৯]

দারার বেতনভোগী ভেনিস দেশীয় গোলন্দাজ নিকোলাও মানুচ্চি (১৬৫৬-১৭১২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার প্রণীত বিবরণীতে শাহ্ শুজার আরাকানে সাহায্য-প্রার্থনার বিষয় এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন ঃ

> আওরঙ্গজেব প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনী এবং ছোট খাট রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সহায়তায় নব বলে বলীয়ান হইয়া মীর জুমলা শাহ্ শুজাকে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে তাহার ফলে শুজা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সীমায় উপনীত হইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পুত্র সুলতান বাংকে আরাকাও (আরাকন) এর মোগো

(মঘ) বলিয়া অভিহিত পৌত্তলিক রাজার নিকট তাঁহার এই বিপদে আশু সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি যাচ্ঞা করিলেন একান্তপক্ষে রাজা যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন তবে যতদিন শাহ্ শুজার পক্ষে পারস্য বা মোকা যাওয়ার জন্য সমুদ্রপথে যাত্রার বন্দোবস্ত করা সম্ভব না হইয়া উঠে, ততদিন যেন তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদের আশ্রয়দান করা হয়। তিনি সুসময়ের প্রত্যাবর্তন হইলে এই উপকারের প্রতিদান দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। আরাকানরাজ অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে শাহযাদা বাংকে রাজ্যের শেষ সীমান্তে অবস্থিত চাটিগাঁওয়ে (চট্টগ্রাম) গ্রহণ করিলেন এবং অল্পকাল পরে তাঁহার পর্তুগীজ প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত বেশ কিছুসংখ্যক জালিয়া নৌকাসহ [১০] শাহযাদাকে তাঁহার পিতার রাজ্যে ফেরত পাঠাইলেন।[১১]

টমাস বাওরী (Thomas Bowrey) নামক একজন ভ্রাম্যমান নৌ-পোতাধক্ষ্য ১৬৬৯-১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্বদেশ সন্নিকটবর্তী সমুদ্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনিও শাহ্ শুজার আরাকান প্রবাস সম্পর্কিত বহু কাহিনী শুনিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিবরণে তিনি এ সম্বন্ধে কিছুটা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত সুলতান শুজার নৌযান না থাকায় নিরাপত্তার প্রয়াসে উপায়ান্তরহীন হইয়া তিনি (সন্নিহিত রাজ্যের) নৃপতির নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহার আবেদন আন্তরিকতার সংগে গৃহীত হয় এবং আরাকানরাজ তাঁহার সাহায্যাভিলাষে আরাকানী ও ফিরিঙ্গী মাল্লা পরিচালিত জালিয়া[১২] নৌকা-বহর প্রেরণ করেন। এই বহর নদীপথে ঢাকায় পৌঁছায়।[১৩]

গতিয়ে (সঠিক উচ্চারণ ঔটার, Gautier or Wouter Schouten) শৌটেন ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসক হিসাবে গোয়া, মালাবার, করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ, আরাকান, মালাক্কা, জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস এবং মালাক্কাস প্রভৃতি স্থান সমুদ্রপথে ভ্রমণ করেন। শৌটেনের বিবরণ বর্তমান নিবন্ধের জন্য আশানুরূপ তথ্যবহুল না হইলেও, ইহাতে বেশ কিছু প্রায় অজ্ঞাত ও অব্যবহৃত

তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ম্রওক্যে-উতে অবস্থিত কুঠির সরকারী দলিলপত্রাদি হইতেও শৌটেনের অসম্পূর্ণ ও স্থানে স্থানে অস্বচ্ছ বিবরণীর মধ্যেও কিছু পরিমাণে নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

শাহ্ শুজার আরাকানে আশ্রয়গ্রহণের মূল কারণসমূহ বিবৃত করিয়া শৌটেন তাঁহার পরস্পরবিরোধী কাহিনীতে লিখিয়াছেন ঃ

> রাজ্যের প্রজাবর্গের অনেকেরই মন হইতে বিগত উৎসবের আমেজ মুছিয়া না যাইতেই (অনতিকাল পূর্বেই ম্রওক্যে-উর রাজকীয় নগরীতে উৎসব আনন্দের অনুষ্ঠান হইয়াছিল) পশ্চিমে বিপদের মেঘ দেখা দিল এবং তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিলেন। ফলে সমগ্র রাজ্যব্যাপী এক সন্ত্রস্ত সতর্কভাব সঞ্চারিত হইল। (জানা গেল যে) সুবাহ্ বাংলা হইতে আগত জনৈক শাহ্যাদা শরণার্থী হিসাবে নিজের ও নিজ অনুচরবর্গের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন।

ইহার পর পটভূমিকা বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যে শৌটেন সম্রাট শাহজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে পিতৃসিংহাসন অধিকারের মানসে যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপর তিনি আবার শুজার ম্রওক্যে-উতে উপস্থিতির কাহিনীর সূত্র ধরিয়া লিখিয়াছেন ঃ

> তাঁহার অর্থাৎ শাহ্ শুজাসহ তাঁহার পরিবার ও অনুচরবৃন্দ আরাকান প্রবেশের খবর ম্রওক্যে-উর রাজসভায় পৌঁছাইলে রাজা অনতিবিলম্বে তাঁহাদের গ্রেফতার করিয়া সশস্ত্র অবস্থায় তাঁহার রাজ্যে প্রবেশের কারণ জানিবার উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যদলকে প্রেরণ করিলেন। "চা-সাউসা" (অর্থাৎ শাহ্ শুজা) জানাইলেন যে তিনি বাংলার···মুঘল শাহযাদা এবং অবিবেচক যুদ্ধবিজয়ীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই তিনি ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ নিজেদেরকে আরাকান রাজার মহানুভবতার উপর সঁপিয়া দিতে আসিয়াছেন। তিনি আরও জানাইলেন যে যদিও পূর্বে দুই দেশের মধ্যে মিত্রসুলভ সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না এবং তিনি

স্বয়ং পূর্বে মঘরাজার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যাবলীতে লিপ্ত হইয়াছিলেন তবুও ম্রওক্যে-উ রাজ্যের স্বভাবজাত সদাশয়তার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আছে এবং এই কারণেই তিনি নিজেকে আপন ভাইদের হাতে বন্দী হওয়া অপেক্ষা তাঁহার শরণাগত হওয়াই সমীচীন মনে করিয়াছেন। তিনি আরও জানাইলেন যে রাজার ইচ্ছানুসারেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবেন। শাহ্ শুজার অন্তরে কিন্তু সন্দেহ ছিল যে তাঁহার এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সম্ভবতঃ রাজার হৃদয় স্পর্শ করিতে ব্যর্থ হইবে। "চা-সাউসা" এই মর্মে আগন্তুক মঘ সেনাদল মারফত বার্তা প্রেরণ করিয়া জবাবের অপেক্ষায় অনুচরবৃন্দসহ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার সভার সঙ্গে একমত হইয়া অনতিবিলম্বে পলাতক শাহ্যাদা ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তবে তাঁহারা এই প্রসংগে একটিমাত্র শর্ত আরোপ করিলেন যে তাঁহাদের নিকট যে সমস্ত ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা প্রথমেই রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। শাহ্যাদা অবশ্য প্রিয়তমা পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত এই শর্ত গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে তিনি যখন আশ্বাস পাইলেন যে পারস্য অভিমুখে রওয়ানা হইবার জন্য বাণিজ্যপোতের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার ও তাঁহার অনুবর্তীদের নিরাপত্তা বিধান করা হইবে তখন তিনি অস্ত্র সমর্পণে রাজী হইলেন।[১৪]

যাহাই হউক না কেন সব লেখকেরই অভিমত এই যে আরাকানরাজ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহার প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসক মারফত শাহ্ শুজা তাঁহার পরিবার ও অনুচরবৃন্দকে নিজ রাজ্যে গ্রহণ ও পানাহ্ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরনগর হইতে সুলতান শুজার করুণ বিদায়দৃশ্যটি নানাভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। মুহম্মদ কাজিম রচিত 'আলমগীরনামা' অনুসারে ১০৭০ হিজরীর ৬ই রমযান রবিবার (১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৬ই মে) দিবস শাহ্ শুজা তাঁহার তিন পুত্র,

জয়নুদ্দীন, বুলন্দ আখতার ও জয়নাল আবেদীন এবং জান বেগ, সৈয়দ আলম ও তাঁহার সংগী আমরণ বিশ্বাসযোগ্য কতিপয় বাড়হার সৈয়দগণ, সৈয়দ কুলি উজবেক, মির্জা বেগ প্রমুখ কতিপয় ওমরাহ্, সৈন্য ও দাসের সমভিব্যহারে চট্টগ্রামের পথে জাহাজে আরোহণ করেন। এই বিবরণীতে শুজার পত্নী ও পুত্রকন্যাদের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখিত না হইলেও তাঁহারা যে পলায়মান শাহ্যাদার সংগেই ছিলেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়। 'আলম-ই-সালিহ'র অতি সংক্ষিপ্ত অস্বচ্ছ ভাষায় বর্ণিত এই ঘটনা হইতেও আমরা ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কোনও তথ্য জানিতে পারি না। ইহার লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে শাহ্ শুজা যখন তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান মুহাম্মদের বিশ্বাসঘাতী ও চাতুরীপূর্ণ কার্যক্রম ও শত্রুশিবিরে পলায়নের সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল ও তিনি সমস্ত সাহস হারাইয়া ফেলিলেন এবং তিনি আমির ওমরাহ ও চল্লিশ-পঞ্চাশজন দাস সমভিব্যহারে নৌকাযোগে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন।[১৫]

আরাকানী ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ সান শোয়ে-বুর মতে মুঘল মসনদের উত্তরাধিকারের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শাহ্ শুজার অংশগ্রহণ ও পরবর্তীকালে তাঁহার পরিবারবর্গের পরিণতি সম্পর্কে বার্নিয়ের লিপিবদ্ধ কাহিনীই সর্বপ্রথম নিরপেক্ষ বিবরণী। বার্নিয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে হতভাগ্য শাহ্যাদা ও তাঁহার পরিবারবর্গ অর্থাৎ সুলতান বাংকসহ তিন পুত্র ও বেগম সমভিব্যহারে চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। মানুচ্চী কিন্তু শুজার দুর্ভাগ্যের হৃদয়বিদারক কাহিনী আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিয়তির কুটিল পরিহাসে বাদশাযাদার এই বিদায় যাত্রা হইল তাঁহারই দীর্ঘ সতেরো বৎসর শাসিত সুবাহ্ বাংলার প্রাক্তন শাসনকেন্দ্র বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত শহর জাহাঙ্গীরনগর হইতে। তাঁহার বিবৃতিতে মানুচ্চী লিখিয়াছেন ঃ

> তিনি (শাহ্যাদা শুজা) বাংলার এক প্রান্তস্থ বৃহৎ নদী বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত ঢাকাতে সদলবলে নৌকারোহন করেন। তাঁহার দুরবস্থার দরুণ ও মীরজুমলা কর্তৃক তাঁহাকে বন্দী করিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার যাত্রার শুরুতেই নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কাজে কাজেই যাত্রা যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। (মুঘল রাজ-অন্তঃপুরের পর্দা পুশিদা সম্পর্কিত) প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে যে মহিলাগণ গৃহ-

> প্রাচীরের বাহিরে আগমন করাকে অশিষ্ট ও গর্হিত আচরণ বলিয়া মনে করিতেন, এই সময়কালে তাঁহারাই জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে কৌতুক ও সমবেদনার পাত্রীরূপে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য অবলোকন করিয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে গভীর বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল এবং শাহ্যাদাও প্রচণ্ডভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সৈন্য ও মাল্লাদের সঙ্গে একযোগে শুজার হারেমবাসিনী সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী আড়াই শত মহিলা একটি নৌকায় আরোহন করেন। নিদারুণ মনস্তাপ ও গভীর নৈরাশ্যে ক্লিষ্ট হইয়া নৌকাস্থ আরোহীদের জীবন, বিরাট ধনদৌলত-রাশি বা অন্তঃপুরিকাদের বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও অলঙ্কারাদির কথা কিঞ্চিৎ মাত্র বিবেচনা না করিয়াই তিনি নৌকাটিকে বুড়িগঙ্গায় ডুবাইয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালিতও হইল।[১৬]

বাওরী তাঁহার বিবরণীতে সুলতান শুজা তাঁহার পত্নী এবং পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক আরাকানী ও পর্তুগীজ নৌ-সৈন্য রক্ষিত ম্রওক্যে-উ হইতে প্রেরিত জলদস্যুদের নৌকায় আরোহনের কথা সংক্ষিপ্তভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য পক্ষে হ্যামিলটন কেবল মাত্র শুজার স্ত্রী পুত্রকন্যা এবং প্রায় দুইশত অনুচর যাহারা তাঁহার ভাগ্যের সঙ্গে তাহাদের নিজের ভাগ্য বিজড়িত করিয়াছিল তাহাদের কথাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শৌটেন অবশ্য তাঁহার পর্যটন কাহিনীতে বলিয়াছেন ঃ

> আমরা যখন আরাকানে ছিলাম তখন পলায়নপর শাহ্যাদা তাঁহার নিজ পরিবার ও তাঁহার পাঁচশত বিশ্বস্ত অনুচর ও তাহাদের পরিবারবর্গ-সহ ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আরাকানের (ম্রওক্যে উ) অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।[১৭]

পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিকগণ প্রায়শঃ পূর্বে উল্লেখিত লেখকদের অনুসরণ করিয়াছেন। ইংরেজ রাজপুরুষ তথা ঐতিহাসিক ফেয়ার তাঁহার লিখিত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে ম্রওক্যে-উ অধিপতির নিকট হইতে সন্তোষজনক জবাব পাইয়া শাহ্যাদা তাঁহার অনুচরবৃন্দ, স্ত্রী, পুত্র ও তিন কন্যাসহ ঢাকা হইতে মেঘনা নদী ও সেখান হইতে বড় নৌকায় বা জালিয়াতে আরোহন করেন।

ডাও (Dow) কিন্তু এই ঘটনা অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে :

> ঢাকায় শাহ্ শুজার রিক্তহস্তে বিদায় তাঁহার পক্ষে সৈন্যদল রাখাও সম্ভব হইল না। বিতাড়নকারী মুঘল রাজকীয় বাহিনী ঢাকার সমীপবর্তী হওয়ার সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচরদের একত্রিত করিলেন। এবং ইহার পর তিনি নিজদেশ হিন্দুস্থানে অবস্থান করিতে থাকিলে তাঁহার ভাগ্যে কেবলমাত্র দুর্ভোগ ব্যতীত আর কিছুই লাভের আশা নাই এই কথা সকলকে জানাইয়া দিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর তিনি দেশত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে তাঁহার অনুচরদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে চাহিলেন, সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ খোলা : তাহাদের পূর্বতন প্রভুর সুখদুঃখের সংগে নিজেদের আমরণ জড়িত করা অথবা বিজেতা নূতন প্রভুদের অনিশ্চিত ক্ষমার আশা লইয়া অপেক্ষা করা। উদারতা ও অনুভূতি অতি দুঃসময়ে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে। শুজার উপস্থিত পরিষদ ও অনুচরেরা একবাক্যে ঘোষণা করিলেন যে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত অবধি যাইতে প্রস্তুত। এইসব সঙ্গী ও পনের শত অশ্বারোহীসহ তিনি আসাম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইলেন।[১৮]

বাংলা দেশের ইতিহাসলেখক চার্লস স্টুয়ার্ট ডাওকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে :

> মীরজুমলা স-সৈন্যে ঢাকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রিক্ত ও বলহীন শুজা অবশিষ্ট পনের শত অশ্বারোহী মাত্র লইয়া মীরজুমলার সৈন্যবাহিনীকে বাধাপ্রদান নিরর্থক বিবেচনায় এবং অধিকতর রক্তপাত নিবারণের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করা মনস্থ করিলেন। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে জাহাজে যাত্রা করিয়া পবিত্র আরবভূমিতে পৌঁছাইয়া শেষ জীবন সেখানেই অতিবাহিত করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত মনস্কামনা। অবশ্য এই বাসনাপূরণ সম্ভব না হইলে তিনি দ্বিতীয় কার্যক্রম হিসাবে আরাকানরাজ্যে

প্রবেশ করিয়া সেই দেশের রাজার কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার অনিবার্য দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি তাঁহার পরিবার ও মূল্যবান দ্রব্যাদি হস্তী-পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া ক্ষুদ্র একটি অশ্বারোহীদল এবং বিপদের দিনের সঙ্গী কয়েকজন বন্ধুসহ ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করিলেন।[১৯]

২। *নাটকের পাত্রপাত্রী*

নাটকীয় সংঘাতময় এই আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য কুশীলবদের এখানে কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ঘটনার প্রধান নায়ক পরাজিত ও পর্যুদস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় শাহ্যাদা শুজা।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক এবং তাঁহাদের উত্তরসূরীরা সকলেই একমত যে শুজার এই অন্তিম যাত্রায় তাঁহার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী (প্রথমা স্ত্রী পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন), তিন কন্যা (মতান্তরে দুইজন), তিন পুত্র (মতান্তরে দুইজন বা চারিজন) এবং তিন সহস্র বা অন্ততঃ ন্যূনপক্ষে চল্লিশজন অনুচর শুজার অনুগামী হইয়াছিলেন। এই আখ্যানের প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কেও এইরূপ মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। একটিমাত্র বিবরণীতে সুলতান শুজার বেগম সাহেবার নাম পিয়ারীবানু বা পিয়ারাবানু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২০] এই সম্পর্কেও বেশ কিছুটা বিতর্কের অবকাশ আছে। কাহারও মতে পিয়ারা বেগমের অর্থাৎ শাহ্যাদার স্ত্রীর প্রতি চন্দ্রসুধর্মের কামান্ধ মোহই রক্তপাত, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পিচ্ছিল পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। অবশ্য অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে চন্দ্রসুধর্মের কামনার বস্তু ছিলেন আওরঙ্গজেবের পুত্র ও শাহ্ শুজার জ্যেষ্ঠ জামাতা মুহম্মদের স্ত্রী শাহ্যাদী গুলরুখ বানু। সান শোয়ে-বু গুলরুখ বানুকে চাঁদবিবি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শাহ্যাদীকে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ রওশন আরা বেগম বা মাহ্ খানম নামে[২১] অভিহিত করিয়াছেন। একজন বা দুইজন ঐতিহাসিক তৃতীয় শাহ্যাদীকে আমিনা বানু বা মতান্তরে পিয়ারীবানু নামে উল্লেখ করিয়াছেন।[২২] শেষোক্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন অন্য একজন আরাকানী ঐতিহাসিক সান-ব'উ। তিনি কেবলমাত্র এইরূপ ভ্রমাত্মক তথ্য পরিবেশন করিয়াই

ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু তালপাতার প্রাচীন পুঁথিতে লিখিত আরাকানী ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি মহারাজা উইন-এর উপর ভিত্তি করিয়া শাহ্ শুজার অনুগামিনী বলিয়া তাঁহার সাবে বি নাম্নী জনৈকা ভগ্নীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[২৩] খুব সম্ভবতঃ সান শোয়ে-বু উল্লেখিত চাঁদ বিবি এবং সান ব-উ উল্লেখিত সাবে বি একই ব্যক্তি ছিলেন।

শাহ্ শুজার অনুগামী শাহ্যাদাদের সংখ্যা ও নাম সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ পরিষ্কারভাবে লেখেন নাই। 'আলমগীর নামা'য় শাহ্যাদা জয়নুদ্দীন, বুলন্দ আখতার এবং জয়নুল আবেদীনের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বার্নিয়ে, মানুচ্চি এবং বাওরা সুলতান বাং বা বাংক্[২৪] এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে সুলতান বাংই শুজার পুত্রগণের মধ্যে সর্বাধিক কর্মতৎপর ও সাহসী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শুজার আরাকান যাত্রার পূর্বে তিনিই ব্যক্তিগতভাবে চন্দ্রসুধর্মের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পরে আরাকান পৌঁছিলে তিনিই ম্রওক্যে-উর রাজসভায় পিতার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ম্রওক্যে-উর ওলন্দাজ কুঠিয়াল গেরিট ভ্যান ভুরবার্গ কর্তৃক তাঁহার বাটাভিয়াস্থ সদর দফতরে লিখিত এক পত্রে "বন (অর্থাৎ বাং) সুলতান"কে জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শুজার আরাকান যাত্রার সহগামী তিন পুত্রের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে শুজার সহগামীদের ঢাকা পরিত্যাগকালীন সংখ্যা নানাবিধরূপে অর্থাৎ তিন হাজার হইতে দুইশত এবং সর্বশেষ চল্লিশ অবধি উল্লেখিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ যাত্রার শেষে এই চল্লিশজন পথক্লান্ত ভগ্নহৃদয় নিরাশ আশ্রয়প্রার্থী ম্রওক্যে-উতে আসিয়া পৌঁছিলেন। অনুমিত হয় যে শুজার দেহরক্ষী শেষপর্যন্ত বিশ্বস্ত কিছু সৈন্য ব্যতীত কিছু সংখ্যক আমীর ওমরাহ ও ধর্মীয় উপদেষ্টা, অনুগত অনুচর, ভৃত্য ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ শুজার এই দলভুক্ত ছিলেন। যাত্রার প্রারম্ভে সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী ও অনুচরদের মধ্যে জান বেগ, সৈয়দ আলম বাদহ্কাশ, সৈয়দ কুলি উজবেক এবং মির্জা বেগ তাঁহার সহগামী হইলেন। একদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই জান বেগ দলত্যাগ করিয়া ঢাকা অভিমুখে ফিরিয়া গেলেন এবং পথে একে একে অন্যান্যরাও ক্রমশঃ যাত্রায় ক্ষান্ত দিলেন। কেবলমাত্র সৈয়দ আলম বাদহ্কাশ ও তাঁহার বাঢ়হা সৈয়দ দল ও সৈয়দ কুলী উজবেক সহ মাত্র বারজন মুঘল শেষ পর্যন্ত ভাগ্যহত শাহ্ শুজার সংগী রহিয়া গেলেন।[২৫]

৩। মঘের মুল্লুকে

বিজয়ী মুঘল সেনাপতি মীরজুমলার সেনাবাহিনী ত্বরিতগতিতে জাহাঙ্গীর-নগরাভিমুখে অগ্রসর হইবার ফলে শাহ্ শুজা তাঁহার অতি পরিচিত ও প্রিয় সুবাহ্ বাংলা ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার জীবননাট্যের সর্বশেষ পর্বের প্রথম অঙ্ক উন্মোচিত হইল। শাহ্যাদার আরাকানযাত্রার বিষয়টি নানা লেখনীতে নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে আলমগীরনামা ও ডাওয়ের পরস্পর বিরোধী বিবরণই সর্বাধিক বিশদভাবে লিখিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে অন্যান্য বিবরণগুলি প্রায়শঃ উপরোক্ত দুই লেখকের বিবৃতির ভিত্তিতে লিখিত নতুবা উহাদের ছায়ানুসরণ মাত্র। আলমগীরনামার লেখক মুহম্মদ কাজিম খান লিখিয়াছেন ঃ

> তিনি (শাহ শুজা) ১০৭০ হিজরী ৬ই রমজান (১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে) তাঁহার পুত্র, ওমরাহ সৈন্য, হুকুম বরদার ও ভৃত্যগণ-সহ জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগ করিয়া চারিক্রোশ দূরে অবস্থিত ধাপায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য এবং মাঝিমাল্লা তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জাহাঙ্গীরনগরে ফিরিয়া গেল। পরদিন শুজা জাহাঙ্গীরনগর হইতে বারোক্রোশ দূরস্থ শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। এ স্থানে তাঁহার পুরাতন সহকারী জান বেগ ও অন্যান্য আরও কয়েক ব্যাক্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আরাকানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পর পথে এক আরাকানী ও পর্তুগীজ সম্মিলিত নৌযুদ্ধ-বহরের সাক্ষাত পাইলেন। আরাকান রাজার আদেশে শাহ্ শুজা ও তাঁহার দলবলকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা কর্তৃক এই বহর প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ দিনই তাঁহারা লক্ষ্মীদী (লক্ষ্মীপুর) পরগণায় এবং পরদিনই প্রাতে আরাকানের পথে ভালুয়াতে উপস্থিত হইলেন। ভালুয়ার কেল্লাটি দখল করিবার ব্যর্থ চেষ্টার পর শুজা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে তাঁহার আরাকানে গমন করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে হতভাগ্য মুঘল শাহ্যাদা তাহার

> অনুচরদের বিশীর্ণ দলটি সহ তাঁহাদের জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুঃখ, কষ্ট ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা আরাকান "দ্বীপে" উপস্থিত হইলেন। এই আরাকান দ্বীপটি ছিল পৃথিবীর হীনতম স্থান। এই বিধর্মীদের দেশে তিনি তাঁহার নিজ দুর্ভাগ্য ও অন্যের চাতুরীর ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন এবং শেষ বিচারের দিন ছাড়া আর সে স্থান হইতে তাঁহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।[২৬]

নদী ও সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে পলায়নের বিষয় অনেক ঐতিহাসিকের বিবরণীতেই সমর্থিত হইয়াছে। মুহম্মদ সালিহ কাম্বোই নামে একজন পূর্বসুরী তাঁহার 'আমল-ই সালিহ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

> জামাতা সুলতান মুহাম্মদের বিশ্বাসঘাতী কার্য তথা পলায়ন করার ফলে শুজা মনোবল হারাইয়া ফেলিলেন এবং কতিপয় ওমরাহ ও চল্লিশ বা পঞ্চাশজন বিশ্বাসী দাস সহ নৌকাযোগে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।[২৭]

কাফি খান লিখিয়াছেন ঃ

> তিনি (শুজা) তাঁহার ব্যক্তিগত তৈজসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা, ধনরত্ন এবং অন্যান্য রাজসিক সম্পদ ও অর্থ দুইটি নৌকায় বোঝাই করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে তিনি মিত্র ও বন্ধুহীন ও নিতান্ত নিঃসঙ্গ এবং যাহাদের বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহাদের দ্বারাও পরিত্যক্ত, তখন তিনি রাখাইং রাজের সীমান্তবর্তী কেল্লাগুলি দখলের সঙ্কল্প করিলেন এবং আরাকানের রাজাকে এ বিষয় জানাইলেন।[২৮]

বার্নিয়ে ও মানুচ্চি একমত যে আরাকান রাজার চাকুরীতে নিযুক্ত ফিরিঙ্গী অর্থাৎ খৃষ্টানধর্মীয় পর্তুগীজ মাল্লা ও লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ জালিয়া নৌকাযোগে শুজার দল ঢাকা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ডাঘ রেজিষ্টারে গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের বিবরণীতে সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আরাকান রাজের নৌবহর শাহ্ শুজাকে বাংলাদেশ হইতে

চট্টগ্রামের বিপরীতে কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত ডিয়াংগাতে আনয়ন করে। ডিয়াংগা হইতে শুজা পরে ২৬শে আগষ্ট রাজধানী ম্রওক্যে-উ নগরে উপনীত হইলেন।[২৯]

সান শোয়ে-বু আরাকানী ইতিহাসে শাহ্ শুজা ঘটিত অধ্যায় বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার রচনার প্রথমার্ধে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে বার্নিয়ের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শুজা তাঁহার পরিবার ও অনুচরবর্গকে চন্দ্রসুধর্মের বেতনভুক্ত পর্তুগীজ মাল্লাদের আরাকানী জালিয়া নৌকাযোগে সরাসরি ম্রওক্যে-উতে আনয়ন করা হইয়াছিল—ডিয়াংগা বা নাফ অঞ্চলে নহে।[৩০] আবার অন্য কতকগুলি বিবরণীতে সমুদ্রযোগে পলায়নের মতবাদের বিরোধিতাও করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ শৌটেনের উল্লেখ করা যায়। এই নাবিক লেখকের মতে শাহ্‌যাদা জাহাজযোগে পলায়ন না করিয়া স্থলপথে রওয়ানা হইয়াছিলেন। শৌটেন লিখিয়াছেন ঃ

> চা-সাউসা গঙ্গার দুই কূল প্লাবিত দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ঢাকার দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এই চরমাবস্থায় তিনি ঢাকা হইতে জাহাজ সংগ্রহ করিয়া লোহিত সাগর দিয়া প্রথমে মক্কা ও পরে পারস্যে গমন করিবেন ও সেখানকার শাহের (?) সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু ঢাকায় কোন জাহাজ মিলিল না এবং তাঁহার অনির্দিষ্টভাবে অপেক্ষা করিবার মত সময়ও হাতে ছিল না। সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ উন্মুক্ত ঃ মীরজুমলার হস্তে আত্মসমর্পণ অথবা আরাকান রাজ্যে পলায়ন, এ বিষয়ে অচিরেই তাঁহাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। দুইটি পথই তাঁহার জন্য সমভাবে দুরূহ ছিল, কারণ বাংলা দেশের সহিত বহুদিনব্যাপী বিবাদ বিসম্বাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে আরাকানরাজের পদতলে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইবে।
> সর্বশেষে আমরা যখন আরাকানে ছিলাম তখন পলায়নপর শাহ্‌যাদা তাঁহার পরিবারবর্গ এবং প্রায় পাঁচশত বিশ্বস্ত অনুচর ও তাহাদের পরিবারবর্গ আরাকান রাজ্য সীমানা অতিক্রম করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।[৩১]

আলেকজাণ্ডার ডাও নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

> পনেরশত অশ্বারোহীসহ তিনি ঢাকা হইতে আসাম সীমান্তাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরজুমলা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন কিন্তু আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশকারী ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া শুজা রাঙ্গামাটির পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন। প্রায়দুর্ভেদ্য বন, খাড়া পাহাড়, গভীর উপত্যকা এবং বেগবতী নদীনালা অতিক্রম করিয়া তিনি আরাকানের পথে পলায়নপর হইলেন। এইরূপে ত্রিপুরার বন্য পার্বত্য পথে প্রায় পাঁচশত মাইল পরিক্রমের পর ক্ষীয়মান অনুচরবৃন্দসহ তিনি আরাকান প্রবেশ করিলেন।[৩২]

ষ্টুয়ার্টের বর্ণনাও ডাওএর বর্ণনার অনুরূপ বরং কিছুটা অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ। ফেয়ার সম্ভবতঃ ষ্টুয়ার্টের বিবরণী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহা নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

> এইরূপে স্বীয় দুর্ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া তিনি পরিবারবর্গ ও দ্রব্যসম্ভারাদি হস্তীপৃষ্ঠে তুলিয়া দিলেন। একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহীদল ও যে-সমস্ত মহানুভব বন্ধু এই দুঃসময়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হন নাই, তাঁহাদের সহিত তিনি ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করিলেন। তৎপর ত্রিপুরার বন্য পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়া দুঃখদায়ক ও ক্লান্তিকর যাত্রার শেষে চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন। চট্টগ্রামে পৌঁছিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানিতে পারিলেন যে তথাকার বন্দরে কোনও জাহাজমাত্র নাই এবং অত্যন্ত ভয়াল বর্ষার দরুণ বৎসরের এই ঋতুতে কোন জাহাজেরই আরবদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা সম্ভব ছিল না। ইহার ফলে তাঁহার আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় ছিল না কারণ তিনি গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে তাঁহার অনুসরণকারী শত্রুরা অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার সমস্ত সৈন্য সামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং স্বীয় পরিবার এবং চল্লিশজন অনুচর বা বন্ধুসহ সমুদ্রতীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে বাংলাদেশ ও আরাকানের সীমানির্দেশকারী নাফ নদী

> অতিক্রম করিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে তিনি পূর্বাহ্নেই তাঁহার দুর্দশার কথা জানাইয়া রাজার নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া রাজার আতিথেয়তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সীমান্তেই আরাকানরাজের তরফ হইতে আশ্রয় ও বন্ধুত্বের বার্তা লইয়া একজন রাজকর্মচারী শুজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।[৩৩]

ফেয়ার শেষোক্ত বিবরণটি আংশিকভাবে সমর্থন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> শাহ্যাদা ও তাঁহার দলটি ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া মেঘনা নদীর তীরস্থ একটি বন্দরে[৩৪] উপস্থিত হইলেন। এবং সেখান হইতে জালিয়া নৌকাযোগে মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। (এস্থানে ফেয়ার উল্লেখ করিয়াছেন যে) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের দরুণ সময়টি ঘোর বর্ষাক্রান্ত হওয়ায় নদীপথে নৌকাযোগে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে শত্রুহস্তে ধৃত হওয়ার ভয়ে সম্পূর্ণ দলটাই তৎকালীন টিপারা (ত্রিপুরা) নামক স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া স্থলপথে চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে দুর্গম স্থলপথ অতিক্রম করিয়া নাফ নদীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আরাকানে পৌঁছিলেন এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে রাজধানীতে উপনীত হইলেন।[৩৫] এখানে শাহযাদাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইল। তবে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।[৩৬]

স্পষ্টই বোঝা যায় যে শুজার স্থলপথে যাত্রার বিবরণটি ফেয়ার ডাও-লিখিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের বিবরণীগুলিতে শাহ্যাদা শুজা ঢাকা হইতে স্থলপথে আরাকান যাত্রাকালীন অশ্ব, হস্তী এমন কি উটও (!) ব্যবহার করিয়াছিলেন এই তথ্যের মূলে প্রাসঙ্গিক হইলেও দুইটি পরস্পর মতবিরোধী ঘটনা আছে।

অধুনা চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মাহবুব-উল-আলম শুজার আরাকানে পলায়নের কথা উল্লেখ করিয়া কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ও নূতন তথ্যের উপর আলোকপাত

করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ম্রওক্যে-উতে প্রবল মুসলিম প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়া ভাগ্যবিড়ম্বিত, পরাজিত ও পর্যুদস্ত শাহ্ শুজা আরাকানে আশ্রয়লাভের ব্যবস্থা করিবার জন্য চন্দ্রসুধর্মের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লেখক আরও বলিয়াছেন যে শাহ্যাদা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁহার দলস্থ লোক-জনের মক্কা গমনের উদ্দেশ্যে রাজার নিকট এক বা একাধিক প্রখ্যাত আরাকানী নৌযানের বিষয়ও লিখিয়াছিলেন।[৩৭] এই প্রস্তাবে চন্দ্রসুধর্ম রাজী হওয়ায় শুজা তিন সহস্র সৈন্যসহ ঢাকা ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন। কিছুটা লোকশ্রুতি ও কিছুটা 'রাজমালা' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া জনাব মাহবুব-উল-আলম আরও লিখিয়াছেন যে আরাকানের পথে শুজার সহিত ত্রিপুরার নির্বাসিত রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যের সাক্ষাত হইয়াছিল এবং গোবিন্দমাণিক্য শুজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ শুজা গোবিন্দমাণিক্যকে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ও একটি নিমচা (তরবারী) উপহার দিয়াছিলেন। এই লেখক আরও বলেন যে কুমিল্লা হইতে যাত্রার পূর্বে শুজা কুমিল্লা জয় করেন এবং নিজের নামানুসারে তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। অধিকন্তু এই লেখকের মতে বর্তমান আরাকান রোড নামক রাস্তাটিও প্রথমাবস্থায় দাউদকান্দি হইতে চট্টগ্রাম হইয়া আরাকান পর্যন্ত শুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল।[৩৮]

সম্প্রতি চট্টগ্রামের আরেকজন ইতিহাস-লেখক জনাব সৈয়দ মুর্তজা আলি শাহ্ শুজার পলায়ন বিষয়ক শেষাংশটুকু হল কর্তৃক প্রণীত নিবন্ধে উল্লেখিত ও বহুলাংশে উদ্ধৃত ১৬৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের ডাঘ রেজিষ্টারের ভাষ্যের উপর মূলতঃ নির্ভর করিয়া এবং জনাব মাহবুব-উল-আলমের অভিমত গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন যে কুমিল্লায় অবস্থানকালে শুজা বিখ্যাত শুজা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং স্থলপথে পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া যাত্রাকালে তাঁহার পুরাতন বন্ধু গোবিন্দ-মাণিক্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্য শুজাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে শুজা তাঁহাকে পূর্বলিখিত নিমচা ও হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলেন।[৩৯]

অবশ্য প্রচলিত কাহিনী, গাথা, লোককাহিনী ও সংগীত রচয়িতাদের কল্পনায় এ সম্পর্কে বহু পরস্পরবিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এগুলির সর্বাংশে

নির্ভর করা কতদূর সমীচীন তাহা পাঠকদের বিবেচ্য। 'টিপারা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' লিপিবদ্ধ বিবৃতিতে অসীম দুঃখ দুর্দশার সময় সহায়হীন মুঘল শাহ্যাদা বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ যে তরবারী ও অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলেন তাহারই স্মরণার্থে গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার শুজা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪০] গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক শুজা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল এই মতবাদের সহিত আর একটি মতবাদও প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় মতানুসারে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের সহিত প্রায় দীর্ঘ সতেরো বৎসর কাল গভীরভাবে জড়িত এককালীন জনপ্রিয় সুবাহ্দারের বর্তমান দুর্গতির প্রতি সমবেদনাজনক স্মরণচিহ্নরূপে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক শুজা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে ষ্টুয়ার্টের বিবরণীতে শাহ্ শুজার দুঃখ দুর্দশার বিশদ বিবরণ থাকিলেও তিনি (ষ্টুয়ার্ট) শুজা মসজিদের নির্মাণ অথবা শুজার সহচর দল কর্তৃক ঢাকা-আরাকান রাস্তা নির্মাণের বিষয় আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal গ্রন্থেও শুজা ও নির্বাসিত রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যের সাক্ষাতের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ মাত্র নাই তবে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধের লেখক ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে শুজা রাঙ্গামাটির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গল, খাড়া পাহাড় ও বেগবতী স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়াছিলেন।[৪১] ইহাও লক্ষণীয় যে বহু ঐতিহাসিকই উল্লেখ করিয়াছেন যে শুজা প্রথমে বাংলা দেশের চট্টগ্রাম বন্দর অথবা এমনকি ম্রওক্যে-উ হইতে মক্কা যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তৎকালে ম্রওক্যে-উ'র বন্দর হইতে সমুদ্রগামী বাণিজ্য-তরীসমূহ ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ, মালাক্কা, মালয়েশিয়া, ব্রহ্মের টেনা-সেরিম উপকূল, পেগু প্রদেশ এবং বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ করমণ্ডল এলাকার বন্দরসমূহে পণ্যদ্রব্যাদিসহ যাতায়াত করিত। শুজার উদ্দেশ্য স্বতঃই এই জন্য গ্রহণযোগ্য যে প্রত্যেক মুসলমানই জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা শরিফ গমনের বাসনা করিয়া থাকেন। শুজার পক্ষেও এই বাসনা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। উপরন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যবিড়ম্বনাপ্রসূত মানসিক যাতনা নিরসনের জন্যও খুব স্বাভাবিকভাবেই পার্থিব ঐশ্বর্য ও পরিবেশ অপেক্ষা পরম করুণাময় আল্লাহ-তালার বন্দেগীর প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই মনস্কামনা পূর্ণ

করার অভিলাষে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া প্রথমে লোহিত সাগর তীরস্থ মোকা বন্দরে পৌঁছিয়া তৎপর তথা হইতে মক্কা শরিফে উপনীত হইয়া সর্বশেষে পারস্যদেশে অথবা তুরস্কে স্থায়ী আশ্রয়গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত অভিমতটি এইজন্য আরও বিশ্বাসযোগ্য যে মোকা তৎকালে একটি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বন্দররূপে পরিচিত ছিল।[৪২] বার্নিয়ে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে শুজা প্রথমে মোকা ও পরে মক্কাভূমিতে যাইবার বাসনা করিয়া ছিলেন।

৪। শুজার ম্রওক্যে-উ-আগমন

শাহ্ শুজা তাঁহার দলসহ ম্রওক্যে-উ পৌঁছিবার পর এই নাটকীয় আখ্যায়িকার দ্বিতীয় অংক আরম্ভ হইল। সমসাময়িক বিবরণী অনুসারে আশ্রয়প্রার্থীরা দৃশ্যতঃ বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল।

মুঘল ঐতিহাসিকগণ শুজার ঢাকা হইতে যাত্রা এবং বড়জোর চট্টগ্রাম গমন পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াই এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। এমন কি 'আলমগীর নামা'ও নিম্নোক্ত বিবরণ ব্যতীত পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। এই ইতিহাস অনুসারে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সময় ও পথ অতিক্রম করিয়া শাহ্যাদা শুজা জগতের ঘৃণ্যতম ও জঘন্যতম স্থান আরাকানদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। অবিশ্বাসী কাফেরদের এই দেশে স্বীয় দুর্ভাগ্য ও অন্যের চাতুরীর শিকারে পরিণত হইলেন এবং একমাত্র শেষ বিচারের দিন ছাড়া তাঁহার আর মুক্তি নাই বলিয়া ঐতিহাসিক কাজিম খাঁ উল্লেখ করেন। ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়া সাকী মুস্তায়াদ খাঁ এই বলিয়া উপসংহার টানিয়াছেন যে, "বিপদসংকুল অঞ্চলের মধ্য দিয়া ভ্রমণশেষে শুজা দুরাত্মাদের দেশ আরাকানদ্বীপে পৌঁছিলেন এবং এই অবিশ্বাসীদের দেশে চাতুরীর জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন।"

কাফি খানের বিবৃতিতেও অনুরূপভাবেই শুজা-জীবনের উপসংহার চিত্রিত করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে তিনি (শুজা) তাঁহার মনোবাসনা (মক্কাযাত্রা) কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইলেন না এবং অবশেষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও পীড়াদায়ক অবস্থার মধ্যে আরাকানের অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক শাসকের হস্তে নিপতিত হইলেন। লোক-প্রবচন অনুযায়ী তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং এইজন্যই তাঁহার পরিণতি অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

আমল-ই-সালিহর লেখক তাঁহার বিবরণের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, "সেই সময় (১০৭০ হিজরীতে) শুজার ঢাকাত্যাগের সময় হইতে আজ ১০৮১ হিজরী পর্যন্ত কেহই বলিতে পারে না যে তিনি জীবিত বা মৃত।"[৪৩]

সৌভাগ্যক্রমে শুজার জীবনের সবচাইতে সংকটময় সময়ের কিছু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। সময়ানুক্রমিকভাবে লিখিত ও সংরক্ষিত ডাঘ রেজিষ্টারে শুজার পলায়নের পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "৩রা জুন ডিয়াংগাতে শুজা গ্রেফতার হইলেন এবং তৎপর ২৬শে আগষ্ট রাজধানীতে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সহগামীদের শহরের বাঁশের নির্মিত আবাসগৃহে স্থান দেওয়া হইল এবং কোনও বিদেশীকে ঐ গৃহের সন্নিকটে যাইতে দেওয়া হইত না। ভারতের মুঘল-শক্তির সহিত সংঘাতের আশংকা করিয়া ডিয়াংগাতে মঘ নৌবহর মোতায়েন ও উহার সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হইল।"[৪৪]

শোটেনের বিবরণ এ বিষয়ে কিছুটা পূর্ণাঙ্গতার দাবী করিলেও চন্দ্রসুধর্ম যে শাহ্ শুজাকে আরাকানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তিনি এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়াছেন।[৪৫]

বার্নিয়ে তাঁহার বিবরণে যেসব সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে এই অঞ্চলের ওলন্দাজ বাণিজ্যকুঠির কুঠিয়াল অন্যতম। বার্ণিয়ের অভিমতে "আরাকানরাজ শুজাকে চলনসই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।"[৪৬]

মানুচ্চির মতে পলায়নকালে মানসিক, কায়িক ও অন্যান্যরূপ কষ্টভোগের পর হতভাগ্য শাহযাদা আরাকান পৌঁছিয়া সেখানে সহৃদয়তার পরিচয় পাইলেন।

"শাহ্ শুজা আরাকানরাজ্যে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরে ঐ স্থানের রাজরীতি অনুযায়ী তাঁহাদিগকে সসম্মানে শহরের বাহিরে একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এবং রাজা শুজাকে তাঁহার সহিত একত্রে আসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন।" মানুচ্চি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে শুজা কূটনৈতিক চালে রাজার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া পুত্র সুলতান বাংকে মঘ রাজদরবারে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সুলতান বাং তাঁহার সকাশে পরিবেশিত পূর্বোক্ত মহিষের কাঁচা রক্তে তৈয়ারী আরাকানদের প্রিয় খাদ্যবস্তু দর্শনে ও ঘ্রাণে ন্যক্কারজনক পীড়ায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।[৪৭]

চট্টগ্রাম হইতে আরাকান আগমন করিবার পর শুজার অভ্যর্থনা সম্পর্কে বাওরী লিখিয়াছেন যে শুজার হস্তে একটি বিরাট ধনভাণ্ডার তথা প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও ধাতু, মণিমাণিক্য, হীরা, চুনী, পান্না থাকার দরুণ শুজা প্রত্যাশিত সদয় অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু আবার অনতিকাল পরেই এই ধনভাণ্ডারই তাঁহার ধ্বংসের মূল কারণ হইয়া উঠিল।[৪৮]

ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন ১৬৮৯—৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সুদীর্ঘ দশ বৎসরব্যাপী দুরপ্রাচ্যের সমুদ্রপথে ভ্রমণবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন:

> হতভাগ্য শাহযাদা সুলতান শুজাকে যখন এমিরজুমলা (মীর জুমলা) পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন তখন শুজা শরণার্থীরূপে আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় পুত্রকন্যা ও তাঁহার সহগামী হইতে ইচ্ছুক এরূপ দুইশত অনুচর এবং ছয়টি বা আটটি উটবোঝাই ধনভাণ্ডার সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং পরে এই ধনভাণ্ডারই তাঁহার ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। শুজা ও আরাকান রাজের প্রথম সাক্ষাতকালে শাহ্ শুজা আরাকানরাজকে উপহারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপহার দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই উপযুক্ত উপহার ছিল এবং আরাকানীগণও মাননীয় শাহযাদার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল ও তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের আশ্রয় ও নিরাপত্তা বিধানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল।[৪৯]

ডাও ও স্টুয়ার্ট বলেন (এবং ইহাদের অনুসরণ করিয়া স্পীয়ারম্যান এবং ফেয়ারও একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন) যে শরণার্থী দলটি আরাকানে প্রবেশ করিবার পর তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি অশ্বারোহী দল তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সান্ ব'উ'র অভিমতে এই গৃহটি বাবুডওং পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত এইজা বা ইন্দা নদীর (ইহাকে ইজা নদী বা ওয়াথি খালও বলা হয়) অত্যন্ত মনোরম স্থানে অবস্থিত ছিল। ষ্টুয়ার্ট আরও বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে শুজার জন্য নির্দিষ্ট সাময়িক বাসস্থানটি অপরিসর নদীতীরে অবস্থিত ছিল। গৃহটির সম্মুখভাগে প্রবাহমান

নদী ও পশ্চাতে উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া অবস্থিত ছিল এবং এই কারণে কোন একটি পার্শ্বের রাস্তা ব্যতীত এই গৃহে প্রবেশ করা যাইত না। ডাও বলিয়াছেন যে যাহাই হউক না কেন, শুজা তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইবার পর রাজা পুনরায় তাঁহাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং সাদর আমন্ত্রণ ও সদাশয়তার নিদর্শন হিসাবে প্রচুর দ্রব্যাদি এবং ফলমূল ইত্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।[৫০]

এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী কবি আলাওলের এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা ঐতিহাসিকের জন্য অতীব নৈরাশ্যজনক। অবশ্য ইহা প্রতীয়মান যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার জীবিকা এমন কি স্বীয় জীবনের জন্যও ম্রওক্যে-উর অস্থিরচিত্ত শাসকের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইত এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে পরবর্তীকালে শুজার নেতৃত্বে ব্যর্থ মুসলিম বিদ্রোহের চেষ্টার পর নির্দোষ আলাওল শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে নিজেও রাজার ক্রোধের শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন।[৫১] অপর-পক্ষে শুজার অভ্যর্থনা সম্পর্কে আরাকানী ইতিহাস লেখকদের বিবরণীটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। উ ঙ্গা মে (U Nga Me) কর্তৃক তালপত্রে লিখিত মহা-রাজা উইনে (রাজন্যবর্গের বৃহৎ ইতিহাস) নিম্নরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছেঃ

> মীইনমো (মেরু) পর্বতটি সমতল হইতে ৮৪০০০ যোজন উচ্চতা বিশিষ্ট। এই ৮৪০০০ যোজন শিখরের পাদদেশে স্বর্গীয় শহর সুদর্শন অবস্থিত এবং এই স্থানটি মঘদের দেবরাজা ও তাঁহার রাণী সুজাতার শাসনাধীন। রাজা চন্দ্রসুধর্মও রাজধানীতে উপযুক্ত জাঁক-জমকের সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং তাঁহার এই রাজকীয় ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখিয়া সমগ্র মহাদেশের লোকজন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকে। শাহ্যাদা (যেত থুজা অর্থাৎ শাহ্ শুজা) তাঁহার পিতার রাজকীয় সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সে চেষ্টায় ব্যর্থকাম হওয়ার ফলে আরাকানে আসিয়া রাজা চন্দ্রসুধর্মের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে শুজা তাঁহার এক অনুপম সুন্দরী কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। 'হে রাজকীয় রমণী, কোন দেবদূত তোমাকে এমন নারীসুলভ সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়া সৃষ্টি

করিয়াছেন?' মধ্যমদেশে (ভারতবর্ষে) এক মহান রাজা শাহ্ শুজার পিতা বহুদিন রাজত্ব করিবার পর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার সিংহাসন লাভের জন্য নিজেদর মধ্যে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এবং শাহযাদা যেত থুজা বিজয়ের কোনও রূপ আশা না দেখিয়া স্বীয় পরিবার এবং অনুচর বৃন্দ, সেনাদল এবং অশ্ব ও রণহস্তী সহ রাজা চন্দ্রসুধর্মের সকাশে আশ্রয় এরং নিরাপত্তা প্রার্থণা করিয়াছিলেন। যেত থুজা রাজার আশ্রয় লাভ করায় তখন এই মহারাজাধিরাজ যিনি একশত রাজা অপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী এবং দশটি রাজগুণাবলীর অধিকারী, দয়ালু ও সাধু, তিনি যে শুজাকে সম্ভাব্য শত্রু গণ্য করিয়া হত্যা করিবেন, ইহা সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে নিদারুণ প্রয়োজনের সময় তিনি শুজাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে রাজা দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন।[৫২]

সান শোয়ে বু অন্য কয়েকজন আরাকানী ঐতিহাসিকের বিবরণীর ভিত্তিতে বলিয়াছেন :

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক সময় শাহ্ শুজা তাঁহার পরিবার ও অনুচরবৃন্দ সহ পুতঃস্মরণীয় চন্দ্রসুধর্ম রাজার পর্তুগীজ প্রজাদের দ্বারা চালিত জালিয়া তরী যোগে আরাকানের রাজধানী ম্রওক্যে-উতে (বর্তমান মিয়ো-হওংয়ে) আনীত হইয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল এবং শাহযাদা এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে উপযুক্ত রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। শুজা রাজার নিকট তাঁহার বিপদের কথা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে চন্দ্রসুধর্ম শুজার অনুরোধে সম্মত হইয়া এক বৃহৎ স্থলবাহিনী এবং তাঁহার নৌবাহিনীর বৃহত্তর অংশ বাংলাদেশে প্রেরণ করিলেন।[৫৩]

৫। বিবাদের সূত্রপাত।

শুজার প্রতি প্রথম সাদর অভ্যর্থনার উষ্ণতা অতি সত্বরেই হ্রাস প্রাপ্ত হইল, কারণ বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রভাব ইতিমধ্যেই চন্দ্রসুধর্মের জটিল চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

খান-খানান মীর জুমলা শুজা ও তাঁহার দলকে বাংলার পূর্বপ্রান্তের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্বেই ধৃত করিবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহার প্রভু বাদশাহ আওরঙ্গজেব দ্বারা তাঁহাদিগকে (শুজা ও তাঁহার দল) বন্দী করিয়া বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনিতে আদিষ্ট হইলেন।

বার্নিয়ে লিখিয়াছেন যে মঘ রাজা যদি শাহ্ শুজাকে প্রত্যপর্ণ করিবার শর্তে রাজী হইতেন তবে এমির জুমলা সম্রাট আওরংজেবের নামে রাজাকে বহু অর্থ ও সুযোগ সুবিধা দান করিতে চাহিয়াছিলেন। মীর জুমলার প্রচেষ্টার কথা হ্যামিলটনও নিম্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

> এমির জুমলা যখন শাহ্ শুজার আশ্রয় লাভের কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি আরাকানের রাজার নিকট হতভাগ্য ক্লিষ্ট শাহযাদাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিলেন। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে রাজার রাজ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া বলপূর্বক শাহযাদাকে বন্দী করা হইবে বলিয়া ভীতিপ্রদর্শন করা হইল।[৫৪]

ডাও আরও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

> মীর জুমলা ব্রহ্মপুত্র নদী তীরে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিলে আশ্রয়প্রার্থীরা তাঁহার দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত হইয়া গেল।...যদিও শাহযাদা মীর জুমলার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন তবুও তাঁহার সম্যক প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। শুজার আশ্রয় স্থানের বিষয় সকলে জ্ঞাত ছিল। মীর জুমলার খ্যাতি পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া আরাকানেও পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং এই রাজপ্রতিভূর ভীতিপ্রদর্শনকারী পত্র পাইয়া রাজার মনে ভয়ের

> উদ্রেক হইল। রাজা নিজকে বিপদাপন্ন ভাবিতে লাগিলেন এবং স্বভাবতঃই শুজার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে অকস্মাৎ তুষ্ণীম্ভাব পরিলক্ষিত হইল।[৫৫]

ষ্টুয়ার্টও অনুরূপভাবেই অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন :

> কিছুকাল হইতেই রাজার ব্যবহারে কোন স্থিরতা পরিলক্ষিত হইতেছিল না। ভীতিপ্রদর্শনকারী পত্রের দরুণ বিপদাশংকা করিয়াই হউক অথবা বাংলা প্রদেশের সুবাহ্‌দারের উৎকোচে বশীভূত হওয়ার কারণেই হউক রাজার ব্যবহারে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা গেল। শাহ্‌ শুজার প্রতি তিনি অতিশয় শীতল ও স্বল্পবাক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণও আর অতিথিপরায়ণতা প্রদর্শন করিত না।[৫৬]

ফেয়ারের মতে শুজা যখন মক্কা গমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তখন অর্থের বিনিময়ে শুজা ও তাঁহার পরিবারবর্গকে মীরজুমলার হস্তে সমপর্ণের অনুরোধ সহ তাঁহার দূত ম্রওক্যে-উতে উপনীত হইল।[৫৭]

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ডাঘ রেজিষ্টারে শুজাকে বন্দীকরণ ও প্রত্যর্পণের ব্যাপারে মীর জুমলার সক্রিয় কার্যাবলীর বিশদ উল্লেখ আছে। এই রেজিষ্টারে রক্ষিত সুরাটের ওলন্দাজ কুঠি কাউন্সিলের ডিরেক্টরের এক পত্রে লিপিবদ্ধ আছে যে, "নূতন মুঘল সম্রাট ওরঞ্চ (আওরঙ্গজেব) দৃঢ়ভাবে সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন এবং বাংলাদেশ হইতে পলায়নকারী শাহযাদা চা-সাউসাকে (শাহ্‌ শুজাকে) ধৃত করিবার জন্য ওলন্দাজ সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন।"

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে নভেম্বর তারিখে হুগলীর ওলন্দাজ কুঠি হইতে লিখিত অন্য এক পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নূতন নবাব (সম্রাট আওরঙ্গজেব) মীর জুমলাকে শাহযাদা শুজার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেখানকার (হুগলীর) সমস্ত ওলন্দাজ জাহাজ আটক করিয়া শরণার্থী শাহযাদাকে ধৃত করিবার জন্য ইহাদের সহায়তা দাবী করিয়াছিলেন। কুঠির ডিরেক্টর নবাবের পক্ষ হইতে শুজাকে সমর্পণ করিবার জন্য আরাকান রাজাকে অনুরোধ করিয়া একটি পত্র লিখিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা ইহার উত্তরে কঠোর ভাষায়

লিখিত পত্র সহ ঢাকায় নবাব সমীপে একজন দূত প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে পূর্বে আরাকান রাজার অধীনস্থ কিছু স্থান প্রত্যর্পণের দাবীও জানানো হয়। নবাব কূটনৈতিক চাল চালিয়া দূতকে একশত মুদ্রা প্রদান করিয়া ভদ্রোচিত উত্তরে সন্তুষ্ট করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

তৎপর নবাব রাজা চন্দ্রসুধর্ম সমীপে প্রেরণের জন্য অনিচ্ছুক ওলন্দাজ কুঠিয়ালদের নিকট জাহাজ ধার দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুঠিয়ালগণ যতদিন সম্ভব এই অনুরোধ এড়াইতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে ক্রমবর্দ্ধমান চাপের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।[৫৮]

ওলন্দাজ শল্যচিকিৎসক শৌটেন শুজার প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে মক্কা যাইবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে শরণার্থী শাহযাদার নিকট স্বীয় দুরবস্থা অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মীর জুমলার নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ দাবী করা হইতেছিল এবং রাজা চন্দ্রসুধর্ম বিপদাশংকা করিয়া ডিয়াংগার অদূরে নৌ-বহর মোতায়েন করিয়া উহার সাহায্যার্থে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। চারিদিকে ভীতিপ্রদ আশংকা বিরাজ করিতে লাগিল ও গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে মীর জুমলা ডিয়াংগা দখল করিয়া লইয়াছেন।[৫৯]

অতঃপর শৌটেন ম্রওক্যে-উ ও মীর জুমলার বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন :

> এই সময় স্বনামখ্যাত সেনাপতি মীর জুমলা চা-সাউসাকে দমন করিলেন এবং নওয়াব মনোনীত হইলেন। যতদূর সম্ভব তিনি শাহযাদার পশ্চাদ্ধাবন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিরাট সেনাদলকে আরাকান রাজ্য সীমানায় অবস্থিত ডিয়াংগা গ্রাম পর্যন্ত প্রেরণ করিয়া প্রবল শক্তিতে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই সংবাদে সমগ্র দেশে বিশেষতঃ যে স্থানে যুদ্ধ নৌ-বহর প্রহরারত ছিল সে অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি হইল। নিজেদের বাঁচাইবার জন্য সকল স্থানেই লোকজনকে রাজধানীর অভিমুখে পলায়ন করিতে দেখা গেল।

যথা সত্বর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধরিতে সক্ষম এইরূপ সকল প্রজাদের সংঘবদ্ধ করার জন্য রাজা চন্দ্রসুধর্ম দিকে দিকে দূত প্রেরণ করিলেন এবং অতি দ্রুত এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। বহু মাঝিমাল্লা-বাহিত বহু সংখ্যক জালিয়া রণতরী যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করা হইল। দুষ্প্রাপ্য ধাতুনির্মিত কামান শ্রেণীতে সুসজ্জিত এই নৌ-বহর ডিয়াংগার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইল।[৬০]

ভ্রাম্যমান ওলন্দাজ শল্যচিকিৎসক শৌটেনের মতে আরাকানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ পর্যাপ্তই ছিল। তিনি বলেন :

এই রক্ষাব্যবস্থার কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সীমান্তরক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা, সুরক্ষিত রক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ ও স্থাপন, আভ্যন্তরীণ খাড়ি ও খালসমূহের এবং সমুদ্রমুখের সহিত সংযুক্ত জলপথগুলির রক্ষার জন্য যুদ্ধ নৌবহর মোতায়েন, আরাকানী মুসলমানদের প্রতি কড়া নজর রাখা, পরিচয়পত্র ছাড়া কোন বিদেশী মুসলমানদের আগমন বা নির্গমন নিষিদ্ধ করা এবং বিশেষ করিয়া সমুদ্রগামী পোতযোগে বাটাভিয়া প্রভৃতি বিদেশী বন্দরে গমনাগমন স্থগিত করণ প্রভৃতি। উপরন্তু আরকানরাজ বাংলার শাহযাদাকে বন্দী করিয়া স্বীয় সকাশে আনয়নের আদেশ জারি করিলেন।

এমতাবস্থায় খান-খানান মাত্র নিষ্ফল ক্রোধে তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার অপরিচিত এই দেশে আরাকানী ফৌজ ও নৌবাহিনী তাঁহার সৈন্য বাহিনীর অবস্থান এড়াইয়া অভ্যন্তরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল—ফলে তাঁহার জন্য বিশেষ অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। খাল, নদী ও নালা অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুত আরাকান সীমান্তে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, কেননা সীমান্ত অতিক্রম সহজ নহে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার সৈন্যদল কেবল কিছু ধ্বংসমূলক কার্যক্রম, সামরিক কার্যে সক্রিয়তা, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ কার্যে লিপ্ত

হইয়া অবশেষে তাহাদের সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।[৬১]

অবশেষে মোহগ্রস্ত আরাকানরাজ কর্তৃক একজন মুঘল শাহযাদীকে বিবাহ করিয়া নিজ রাজ অন্তঃপুরের অন্তর্ভুক্ত করার অবাস্তব ও বালসুলভ জেদের ফলে শাহ্ শুজার জীবনের এই মুহূর্তে একটি বিরাট জটিলতা ও সংকট ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং ম্রওক্যে-উর উষর পার্বত্য প্রান্তরে মুঘল রাজরক্তপাতের ইতিহাস লিখিত হইল। এই মর্মন্তুদ আখ্যানের বিয়োগান্তক পরিণতি সম্পর্কেও ডাঘ রেজিষ্টারেই আমরা প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ পাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী ভাষায় লিখিত শৌটেনের বিবরণ বর্তমান নিবন্ধ লেখক দেখিবার ও ব্যবহারের সুযোগ পাইয়াছেন। ইহার ভাষ বেশ দুর্বোধ্য এবং ওলন্দাজ ভাষা হইতে অনুবাদের ফলে উহা আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিবরণে বহুস্থানে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে মীর জুমলার আক্রমণ ও ভীতি সৃষ্টির প্রয়াস এবং শুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের পুনঃ পুনঃ গ্রামাঞ্চলে নিরুদ্দেশ হওয়া এ সমস্তই আরাকানরাজকে বিপদগ্রস্থ ও আরাকান রাজ্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব-পরিকল্পিত কার্যক্রমের অংশ মাত্র। অবশ্য পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও বর্তমানে প্রাপ্তব্য ঐতিহাসিক তথ্যরাজি হইতে সুস্পষ্ট রূপেই বুঝা যায় যে এই সন্দেহ সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন ছিল। তথাপি এইরূপ সন্দেহই চন্দ্রসুধর্মের চিত্তকে সংশয়াকুল ও ভীত করিয়া তুলিতে থাকে। ধন-সম্পত্তির অসীম লালসা, অহেতুক সন্দেহাকুলতা এবং অবশেষে অসামান্যা সুন্দরী মুঘল শাহযাদীর প্রতি অদম্য কামনাই আরাকানরাজের হৃদয়ের গভীরে শুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ এবং সাধারণভাবে সমগ্র মুসলমানদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এ সম্পর্কে শৌটেনের মন্তব্য লক্ষণীয়। তাঁহার মতে আরাকানরাজের বাঙ্গালীবিদ্বেষ অল্প কিছু কালের মহানুভবতার প্রভাবে সাময়িকভাবে তিরোহিত হইলেও সেই বিদ্বেষ পুনরায় পূর্ণমাত্রায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।[৬২]

সান শোয়ে-বু অন্ততঃ বিপদাশংকার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, শুজা সাহায্য চাহিলে তিনি (রাজা) সহজেই রাজী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রণতরী বহরের বৃহত্তর অংশ এবং বিরাট সৈন্যবাহিনী বাংলা দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশে পৌঁছিবার পর একদা নিশীথে মীর জুমলার বাহিনীর আক্রমণে আরাকানী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হইল। বহু সৈন্য সহ স্বয়ং আরাকানী সেনাপতি নিহত হইলেন। অন্যেরা তাহাদের মর্মন্তুদ কাহিনী বলিবার জন্যই বাঁচিয়া রহিল।[৬৩]

সান ব'উ মহারাজা উইনের এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

> শুজা রাজা চন্দ্রসুধর্মকে বাংলাদেশের বারটি প্রদেশে—যে গুলি পূর্বে রাজার পূর্বপুরুষদের অধীনস্থ ছিল—প্রত্যর্পণ করিয়া[৬৪] এবং এইগুলির উপর রাজার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হইলেন এবং রাজাও ইহাতে সম্মত হইয়া একশত রণতরী (গ্র্যাব বা ক্রোয়ে হেল)।[৬৫] সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন এবং লেট-ওয়ে-উইন মুহকে (Let we Win Hmoo) উহার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। নৌ-বহরটি যাত্রা করিয়া অকুস্থলে উপস্থিত হইলে ও ঘূর্ণিতে পতিত হইলে এক রাত্রিতে আকস্মিকভাবে মুঘলদের দ্বারা আক্রান্ত হইল এবং যুদ্ধে সেনাপতি লেট-উইন-মুহ্ স্বয়ং নিহত হইলেন। অত্যন্ত দুর্দশায় পতিত হইয়া উদ্দেশ্য সাধন না করিয়াই আরাকানী বহর প্রত্যাবর্তন করিল।[৬৬]

অবশ্য মীর জুমলার ভীতিপ্রদর্শন বা শাহযাদাকে প্রত্যর্পণের দাবীই নির্বাসিত শাহযাদার প্রতি শীতল ও বৈরিতামূলক মনোভাবের একমাত্র কারণ নহে।

তৎকালীন আরাকান রাজ্যটি আপাতঃদৃষ্টে বৃহৎ হইলেও ইহা সুশাসিত, সুসংগঠিত বা কেন্দ্রীভূত ছিলনা। অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য রাজ্যটিকে বঙ্গোপ-সাগরের তীরে চলাচলকারী বাণিজ্যপোত এবং উপকূলস্থ শহর ও গ্রাম হইতে লুণ্ঠিত ধনরত্ন ও ক্রীতদাস-দাসীর উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইত।

আরাকানী ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রসুধর্ম রাজাকে বৌদ্ধ ধর্মের দশপারমিতা অনুসারী মহান ও সদাশয় রূপে চিত্রিত করিতে চেষ্টিত হইলেও এবং শুজাকে আরাকান-শরণার্থী হিসাবে সদাশয়তার সহিত রক্ষার কথা উল্লেখ করিলেও শুজার শরণগ্রহণের ব্যাপারটি এই স্বেচ্ছাচারী নৃপতি আকস্মিক ধনলাভের একটি সহজ উপায়রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই অন্তিম বিয়োগান্তক

পরিণতির সময় তাঁহার ধর্মীয় ও মানসিক বোধশক্তি কামিনীকাঞ্চন লাভের বাসনার সম্মুখে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।[৬৭]

সকল ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত যে ম্রওক্যে-উ যাত্রাকালে শুজা ও তাঁহার দলস্থ লোকজন সুপ্রচুর ধনরত্ন সঙ্গে নিয়াছিলেন। আলমগীরনামায় এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু উল্লেখিত না হইলেও, ইহা খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রতীয়মান যে যাত্রাপথের অন্য পাথেয় না থাকায় এবং ভবিষ্যতের সংস্থান হিসাবে শরণার্থীদল মূল্যবান মণিমুক্তারাজি ও স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা তাঁহাদের সংগে নিয়াছিলেন। কাফি খান উল্লেখ করিয়াছেন যে "নৌকা ভর্তি করিয়া তাঁহার (শুজার) ব্যক্তিগত বস্তুসামগ্রী, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্র, মণিমুক্তা, ধনরত্ন ও রাজকীয় তৈজসপত্র সংগে লওয়া হইয়াছিল।"

সুলতান শুজা সম্পর্কে বার্ণিয়ে বলিয়াছেন যে, "শুজা স্বর্ণ, রৌপ্যমুদ্রা বা মণিমুক্তা চাহেন নাই কেননা এই সকল জিনিষ প্রচুর পরিমাণেই তাঁহার ছিল। অবশ্য এই সম্পদই তাঁহার ধ্বংসের একমাত্র কারণ না হইলেও অন্যতম কারণে পরিণত হইয়া উঠিল।"[৬৮]

মানুচ্চিও পরোক্ষভাবে শুজার ধনসম্পদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে এই সম্পদের কিয়দংশ এক নৌকা-বোঝাই অবস্থায় যাত্রার পূর্বেই শুজার নিজ আদেশেই বাংলার সীমান্তবর্তী একটি বৃহৎ নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সর্বাধিক মূল্যবান মণিমুক্তারাজিসহ আরেকটি নৌকা চন্দ্রসুধর্মের চাকুরীতে নিযুক্ত এবং রাজকীয় শরণার্থীদের ম্রওক্যে-উতে আনিবার জন্য প্রেরিত চতুর ও কুখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক মানোয়েল কোয়েলার (Manoel Coelho) ইচ্ছাকৃত শয়তানীর দরুণ আরাকান রাজ্যের তীরে চড়ায় আটকাইয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

মানোয়েল কোয়েলা সম্পর্কিত ঘটনাটি ম্রওক্যে-উর ওলন্দাজ কুঠিয়াল গেরিট ভ্যান ভুরবার্গও উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "আরাকান বহরে বহু পর্তুগীজ জাতীয় নাবিক নিয়োজিত ছিল এবং বাংলা হইতে আরাকানের পথে তাহারা শুজার ধনসম্পদ হইতে কমপক্ষে ২৩ টন সম্পদ হরণ করিয়াছিল।" মানুচ্চি বলেন যে ইহার পরেও সুলতান বাংয়ের আগমনে মঘ রাজা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন

যে সুলতান বাং তাঁহাকে মূল্যবান মণিমুক্তা ও বস্ত্রাদি উপহার দিবেন। ডাও এই অভিমত সমর্থন করিয়াহেন। তিনি বলেন যে "রাজার (চন্দ্রসুধর্মের) হতভাগ্য অতিথির ধনৈশ্বর্যও রাজার লোভের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।"[৬৯]

বাওরী ও হ্যামিলটনের বিবরণে শরণার্থীদের দ্বারা আরাকানে আনীত সম্পদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। এই দুইজন লেখক এবং বার্নিয়ে ও ডাও মনে করেন যে শুজার ধন সম্পদই তাঁহার ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।[৭০]

মঘ রাজার আতিথেয়তার ক্ষীণ প্রলেপ ও বিনীত মনোভাবে পূর্বোক্ত নানা কারণে ফাটল দেখা দেওয়ায় শরণদাতা ও শরণার্থী উভয়েরই সম্পর্কের ক্রমাবনতি হইতে লাগিল এবং উভয়পক্ষের মধ্যে ছোটখাট বিরক্তিকর ঘটনা ঘটিতে লাগিল। ডাচ রেজিষ্টারে সংরক্ষিত এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা যাহা পরবর্তীকালে একটি গুরুতর পরস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী বলিয়া মনে করা হয়, এবং শৌটেনের বিবৃতিও উহা সমর্থন করিয়াছে। ম্রওক্যে-উর ওলন্দাজ কুঠির একজন কুঠিয়াল তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ

> ডিসেম্বর মাসে ৭০/৮০ জন মুরীয়ের (মুসলিম) একটি দল বাংলা হইতে শুজার সহিত যোগ দিবার জন্য আরাকানে আসিয়া অকস্মাৎ হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া কতিপয় আরাকানীকে হত্যা করিয়াছিল এবং রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিতে উদ্যত হইল। ফলে রাজা তিনজন ব্যতীত ইহাদের সকলকেই হত্যা করিলেন। কেবল মাত্র রাজার মাতা ও তাঁহার কয়েকজন সভাসদ রাজাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে রাজবংশীয়দের রক্তপাত আদৌ সমীচীন নহে এবং জনসাধারণ বা সাধারণ সৈনিক রাজ-রক্তপাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে তাহারা এক সময় চন্দ্রসুধর্ম রাজার প্রাণনাশও করিতে পারে।[৭১]

শৌটেন আশ্রয়প্রার্থী হতভাগ্য শাহযাদা ও রাজার মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "রাজার আনুকূল্য অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং শাহ-যাদাকে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অচিরেই ভঙ্গ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিরাগ সদাশয়তার প্রলেপে অল্পকালের জন্য চাপা

থাকিলেও প্রবল শক্তিতে তাহা পুনরুজ্জীবিত হইল। শরণার্থী শাহযাদার আনীত রৌপ্য ও মূল্যবান মণিমুক্তা ও ঐশ্বর্যের লোভ তাঁহার (চন্দ্রসুধর্মের) চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। অবশেষে যে (আশ্রয়দাতা) বন্ধুরা শুজাকে একদিন সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল তাহারাই একযোগে তাঁহার প্রচণ্ড বৈরী হইয়া দাঁড়াইল।"

শুজা ইতিমধ্যেই চন্দ্রসুধর্মের গগনচুম্বী প্রতিশ্রুতি এবং তাঁহাকে সপরিবারে মক্কা লইয়া যাইবার জন্য সামুদ্রিক জাহাজের ব্যবস্থা করিবার আশ্বাসের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। জাহাজের ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতির পর আটমাস কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও এই বিষয়ে কোন কিছু করা হয় নাই।

উপরন্তু "তাঁহার (শুজার) প্রতি অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন এবং তাঁহাকে যেভাবে নজরাধীন রাখা হইয়াছিল তাহা তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল।" সুতরাং স্বীয় জীবনরক্ষার জন্য সম্ভব হইলে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়া পারস্য দেশে আশ্রয়গ্রহণের পরিকল্পনা তাঁহার নিকট শ্রেয় মনে হইল।

শৌটেনের মতে এই পরিকল্পনা অনুসারে শুজা ভগ্নস্বাস্থ্য ও আরাকানের (ম্রও-ক্যে-উর) আবহাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুপযোগী—এই অজুহাতে শহরের বাহিরে ভ্রমণের জন্য রাজাদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং প্রাপ্ত আদেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শুজা তাঁহার অনুগামী অবশিষ্ট বাঙ্গালী ফৌজের পাঁচভাগের চারিভাগ সৈন্যকে গোপনে তাঁহার বাসস্থানের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সীমান্তে প্রেরণ করিলেন। এ সম্পর্কে শৌটেন আরও লিখিয়াছেন ঃ

> শুজার আরাকান আগমনের পরে আগত তাঁহার একদল মুঘল সৈন্য সশস্ত্র অবস্থায় শাহযাদার বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। তাহাদের আশা ছিল যে তাহারা শাহযাদাকে আরাকানী প্রতিকূলতার মুখে সীমান্ত অতিক্রম করাইয়া পেগু রাজ্যে লইয়া যাইবে। ইহা একটি অতিশয় দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত ছিল এবং ইহার পরিণতিও অত্যন্ত মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সৈন্যদলটি আরাকানীদের নজরে পড়িয়া গেলে কিছু আরাকানী সৈন্য তাহাদের সশস্ত্র গতিবিধির উদ্দেশ্য জানিবার দাবী করিল। উত্তরে তাহারা জানাইল যে তাহারা সুলতান 'চা-সাউসার' প্রজা, এবং পথ ছাড়িয়া দিতে

অনুরোধ করিল। তাহারা বলিল যে বিষয়টি অতিশয় জরুরী এবং তাহারা সশস্ত্র হইলেও কাহাকেও আঘাত বা অসম্মান করিবে না।

তখন তাহাদের বলা হইল যে তাহারা অস্ত্র সমর্পণ করিলে তাহাদের সমস্ত অনুরোধ গৃহীত হইবে এবং পথ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—অন্যথায় নহে। বাঙ্গালীরা তাহাদের অস্ত্র ত্যাগ করা অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়া বলপূর্বক প্রাসাদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। আরাকানীরা বাধা দিল এবং তাহাদের আক্রমণ করিল। বাঙ্গালীরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল এবং যতক্ষণ না চতুর্দিক হইতে বেষ্টিত হইয়া পড়িল ততক্ষণ অগ্রসর হইয়া চলিল। ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু লোক হত হইয়াছিল এবং তাঁহারা তাহার (রাজার) সহানুভূতি আশা করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে সন্নিকটস্থ বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল।

উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকায় অগ্নি প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিতহইয়া উঠিল। অনাবৃষ্টির দরুণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার (বেড়ার) মালমশলা অত্যন্ত দাহ্য হওয়ায় অতি সহজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ফলে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাওয়ার মুখে অবস্থিত প্রায় এক সহস্র গৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গেল। বহুসংখ্যক ফয়াও (প্যাগোডা) ভস্ম হইয়া গেল এবং লেলিহান অগ্নিশিখা বায়ুতাড়িত হইয়া এবং অন্যান্য জিনিষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যে স্থানে আমাদের জাহাজসমূহ নোঙ্গর করা ছিল, আগুন সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। আমাদের জাহাজগুলি রক্ষার জন্য দ্রুত তাহাদের বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিতে হইয়াছিল। অবশেষে আশপাশের কয়েক মাইল ব্যাপী সমস্ত গৃহ ভস্মীভূত করিয়া অগ্নি নদীতীরে পৌঁছিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইল।'[১২]

৬। *চন্দ্রসুধর্মের কামনা*

বাংলার মুঘল সুবাহ্‌দারের ভীতি প্রদর্শন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার পর এবং আরাকানে আগত সৈন্যদের (বিদ্রোহ) দমনের পর রাজা তাঁহার কামপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করিবার জন্য প্রচুর অবকাশ পাইলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত শুজা তদীয় পরিবার ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুগামীগণসহ বিনা বিচারে কতিপয় দোষী বা নির্দোষী আরাকানী মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া গেল।

শুজার আরাকান প্রবেশের প্রারম্ভেই দরবারী আদব-কায়দা সম্পর্কিত কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনুধাবন করা চলে যে অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী শাসকের ন্যায় চন্দ্রসুধর্মও চাহিয়াছিলেন যে তাঁহার আশ্রিত ও বন্ধু হিসাবে গৃহীত সুলতান শুজা যেহেতু নিজের ও পরিবার পরিজনের রক্ষার জন্য রাজার পদতলে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন সেই হেতু তিনি আরাকানরাজের একাধিপত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ অন্ততঃ একবার রাজসভায় আসিয়া একজন বিনীত প্রার্থী ও শরণার্থীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইবেন।

কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছে তাঁহাদের মতে শুজা কখনই রাজসভায় উপস্থিত হ'ন নাই।

বার্নিয়ে লিখিয়াছেন: "রাজার সহিত মেলামেশাকে নিজের সম্মান-হানিকর অথবা রাজসভায় উপস্থিত হইলে তিনি ধৃত ও বন্দী হইবেন এবং তাঁহার ধনদৌলত লুণ্ঠিত হইবে এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি আশংকায় শুজা শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজে রাজসভায় না গিয়া স্বীয় পুত্র সুলতান বাংকে প্রতিনিধিরূপেপ্রেরণ করিলেন...।" কিন্তু অন্যপক্ষে স্বয়ং বার্নিয়ের মতানুসারেই রাজাকে প্রদত্ত সুলতান বাংএর উপহারসমূহ যথা বহুমূল্য কিংখাব, বুটিদার রেশমীবস্ত্র ও বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত দুষ্প্রাপ্য কারুশিল্প সমৃদ্ধ স্বর্ণনির্মিত উপঢৌকন পাইয়া আরাকানরাজ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।[৭৩]

মানুচ্চির বিবরণও বহুলাংশে বার্নিয়ের অনুরূপ। তিনি বলেন:

> শাহযাদা শুজা আরাকানে পৌঁছিলে, স্থানীয় রাজরীতি অনুসারে অতিশয় সম্মানের সহিত নগর-বহিরস্থ প্রাসাদে নীত হইবার কয়েক দিন পরে রাজা শুজাকে তাঁহার সহিত একত্র আসন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু শাহযাদা শরণার্থী হইলেও নিজকে আরাকানরাজ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান বিবেচনায় নিজের সম্মান

লাঘব করেন নাই। মর্যাদা, মার্জিত রুচি এবং শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে আরাকানী রাজা মুঘল সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সেনাধ্যক্ষের সমকক্ষও ছিলেন না। রাজার সহিত আসন গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে নিজের পুত্র সুলতান বাংকে রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাংয়ের আগমনে মঘ রাজা এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন যে সুলতান বাং তাঁহাকে বহু মণিমুক্তা ও দামী পাথর এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দিবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাংয়ের আগমনে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় মহিষের কাঁচা রক্ত সম্বলিত ভোজপাত্র উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া বাং যদিও বিতৃষ্ণায় নাক চাপিয়া ধরিয়াছিলেন তথাপি অনুমিত হয় যে রাজা এই শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ কার্যেও ক্রোধান্বিত হন নাই।[৭৪]

বস্তুতঃপক্ষে একজন মুঘল শাহযাদীর প্রতি আরাকানরাজের অন্যায় ও দুর্নিবার কামনা ও তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার ইচ্ছার ফলেই সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ম্রওক্যে-উতে মুঘল রাজবংশীয়দের নিধনপর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা চন্দ্রসুধর্ম কর্তৃক মুসলমান ধর্মে গভীর বিশ্বাসী বাদশাহী খানদানের একজন শাহযাদীকে বিবাহ করিবার আকস্মিক ইচ্ছাপ্রকাশকে অনেক লেখকই রাজ-নৈতিক চাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংঘর্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রাজা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে শুজার সহিত বলপূর্বক বৈবাহিক সূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন বলিয়া হ্যামিলটন ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

মীর জুমলার ভীতি প্রদর্শনকারী পত্রে নীচমতি আরাকানরাজ এতদূর ভীত হইয়াছিল যে মীর জুমলাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কোনও অছিলায় শরণার্থী অতিথির সহিত কলহ বাধাইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। অবশেষে উত্তম সুযোগ মিলিয়া গেল।

> সুলতান শুজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা থাকায় আরাকানরাজ তাঁহার সহিত স্বীয় বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যদিও তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে শুজা মুসলমান এবং রাজা নিজে ঘোর পৌত্তলিক হওয়ায় শুজা কখনই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। পিতা শুজা যৌক্তিকতার সহিত আরাকানরাজকে এই প্রস্তাব হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল এবং রাজা ক্রমবর্ধমানভাবে শুজাকে এ বিষয়ে চাপ দিতে লাগিলেন। অবশেষে শুজা তাঁহার চূড়ান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে নীচাশয় রাজা শুজাকে তিন দিনের মধ্যে আরাকান রাজ্য ত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন এবং দেশবাসীকে শুজার নিকট খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীর বিক্রয় বন্ধ করিবার আদেশ জারী করিলেন।

ডাও, ষ্টুয়ার্ট এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী স্পীয়ারম্যান ও ফেয়ারও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।[৭৫]

আশ্চর্যের বিষয় যে সরজমিনে উপস্থিত দুইজন পর্যবেক্ষক, গেরিট ভ্যান ভুরবার্গ এবং ঔটার শোটেন উভয়েই এই বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। যদিও তাঁহারা মঘ ও মুঘলের স্বল্পস্থায়ী অথচ তীব্র সংঘর্ষের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন তবুও তাঁহারা রাজা ও শুজার মধ্যে কলহের কোনও কারণ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। বার্নিয়ে ও মানুচ্চি এ বিষয়ে বিশদভাবে উল্লেখ করিলেও উক্ত বিবাহ প্রস্তাবের বাহ্য কারণ হিসাবে চন্দ্রসুধর্মের মোহ ব্যতীত অন্য কোনও কারণ দর্শাইতে সক্ষম হন নাই। বার্নিয়ে বলেন ঃ

> ...সুলতান বাংএর সহিত সাক্ষাতের পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইবার পর রাজা আনুষ্ঠানিক প্রথায় শুজা-তনয়াদের একজনের সহিত বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। এই প্রস্তাবে শুজার অস্বীকৃতিতে রাজা এতদূর উত্তেজিত হইলেন যে শুজার অবস্থা অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠিল।[৭৬]

এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুচ্চি ও বার্নিয়ের বিবরণের মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে। মানুচ্চির মতে রাজা মুঘল শাহযাদীকে বিবাহ করিতে চাহেন নাই বরঞ্চ তাহাকে স্বীয় পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন। মানুচ্চি লিখিয়াছেন ঃ

> রাজার ঔদ্ধত্য এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি শাহ্ শুজার একটি কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে চাহিলেন। শাহযাদা শুজা পারস্য বা মক্কা যাত্রার জন্য কেবল বর্ষাঋতুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। বর্ষা আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইতেছিল অথচ অন্যপক্ষে আরাকান-রাজের অমার্জিত ব্যবহার ও তাঁহার (শাহ্ শুজার) কন্যাকে স্বীয় পুত্রবধূ করিবার জন্য রাজার দাম্ভিক প্রস্তাবে শুজা বিরক্ত হইতেছিলেন।[১৭]

অতি প্রত্যাশিত ভাবেই আরাকানী ইতিহাসসমূহে 'বিবাহ' ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া চন্দ্রসুধর্মের কুকীর্তিকে অনিন্দনীয়-রূপে একতরফা ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সান শোয়ে-বু বলেন ঃ

> ইতিমধ্যে তাঁহাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ম্রওক্যে-উতে পৌঁছিবার পর শুজা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার [সান শোয়ে-বু ইহাকে চাঁদবিবি নামে উল্লেখ করিয়াছেন] সহিত রাজার বিবাহ দিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে যে লোকগীতি ও কাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলি আজও সমগ্র আরাকানী সাহিত্যে সুন্দরতম রচনাবলীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া আছে।[১৮]

আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস 'মহারাজা উইনে' এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে উল্লেখিত হইয়াছে। মহারাজা উইন অনুসারে ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

> বন্ধুত্বলাভ করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রসুধর্ম থেট থুজার [শাহ শুজা] কন্যাদের সসম্মানে ও বিশেষ অনুরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের রাজ-অন্তঃপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজ-অন্তঃপুরে তাঁহাদিগকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করা হইল এবং তাঁহাদের জন্য প্রচুর দাসদাসী, খাদ্যসম্ভার ও মূল্যবান ধাতু-দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল। এইভাবে শুজা তনয়াগণ আপামর সাধারণ ও ধর্ম-যাজকদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, সহানুভূতিশীল এক শক্তিশালী রাজার সানুরাগ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।[৭৯]

তালপত্রে লিখিত এই গ্রন্থের আরেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে "আরাকানে পৌঁছিবার অল্পকাল পরে শুজা তাঁহার ভগ্নী (সাবে বী) কে রাজপ্রাসাদে রাজরানীর সহচরী হিসাবে রাখিবার জন্য রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।"[৮০] অন্যতম আরাকানী ঐতিহাসিক সান ব' উ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'রাজর্ষি' ও নাট্যকার জর্জ কালডেরন (George Calderon) দ্বারা রূপান্তরিত 'আরাকানের মহারানী' (The Maharani of Arakan) গ্রন্থদ্বয়ের ঘটনাটিকে রমন্যাস রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[৮১]

পূর্বোক্ত দুইজন লেখকই এই কাহিনীর নায়িকা সুন্দরী মুঘল শাহযাদীকে পিয়ারী বানু নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

কোনরূপ নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক তথ্যের বিশেষতঃ ম্রওক্যে-উ'র ওলন্দাজ কুঠিয়ালদের দ্বারা প্রণীত সমসাময়িক বিবরণে রাজা চন্দ্রসুধর্মের সহিত মুঘল শাহযাদীর বিবাহের কোনও উল্লেখ না থাকায় প্রমাণসিদ্ধ তথ্যে নির্ভরশীল ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই ঘটনার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। তবে অধুনা ব্রহ্মের আধুনিক ঐতিহাসিক হার্ভে এবং হল দ্বারা আহৃত এবং বহুল পরিমাণে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সমূহ পর্যালোচনা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে বলপূর্বক বা অন্যভাবেই হউক চন্দ্রসুধর্মের মুঘল শাহযাদী বিবাহের ঘটনাটি সত্য বটে।[৮২]

শাহযাদীর মধ্যে রাজা যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট নহে। এ প্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা (পিয়ারা) পিয়ারী বানুর কথাই সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইলেও সান ব' উর মতে বাস্তবপক্ষে ইনি ছিলেন কনিষ্ঠতমা কন্যা এবং মনোনীতা পাত্রী। আবার ভারতের ইতিহাস লেখক ডাও শুজার সহিত নির্বাসনে সহগামিনী তাহার দ্বিতীয় পত্নীকেই পিয়ারী বানু নামে অভিহিত করায় পাত্রীর সঠিক সনাক্তকরণ আরও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য জীবনীকোষ সংকলক বীল-ও (Beale) তাঁহার ওরিয়েন্টাল বাইওগ্রাফিকাল ডিকসনারীতে (Oriental Biograhical Dictionary) ডাওয়ের মত সমর্থন করিয়াছেন।[৮৩]

৭। মঘ বনাম মুঘল

ইহার অব্যবহিত পরে স্বল্পকাল-স্থায়ী ও নিতান্ত একতরফা যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল তাহাই ১৬৬০-১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ম্রওক্যে উ'তে অনুষ্ঠিত নাটকীয় ঘটনাবলীর চূড়ান্ত যবনিকা টানিয়া দিল। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মূল কারণ সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রথম মতানুসারে মীর জুমলার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে অথবা ভীতি প্রদর্শনে ভীত হইয়া অথবা স্বীয় লোভ ও লালসার বশবর্তী হইয়া বা ভীতি ও সন্দেহ তাড়িত হইয়া রাজা শাহ্ শুজাকে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিবার সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে আমন্ত্রণকারী ও আশ্রয়দাতা চন্দ্রসুধর্ম ভাগ্য-নিপীড়িত অসহায় শুজা ও তাঁহার পুত্রগণ ও অনুগামী-দের হত্যা করিয়া তাঁহাদের পরিবারভুক্তা সমস্ত নারীকে স্বীয় প্রাচীরাবৃত প্রাসাদে আনয়ন ও ম্রওক্যে উ'র ইতিহাসে অদৃশ্যপূর্ব ধনসম্পদ লুণ্ঠনের অপরাধ স্খালনের প্রচেষ্টা।[৮৪]

দ্বিতীয় মতানুসারে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত এবং বাংলা সুবাহ্ হইতে ভীতি ও বিপদ তাড়িত শুজা আরাকানের অন্যান্য স্থানে বসবাস স্থাপনকারী ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহায়তায় তাঁহার অন্তরস্থ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। আরাকানী ঐতি-হাসিকবৃন্দ একবাক্যে এবং অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক (যদিও কিছুটা সন্দেহাকুল চিত্তে) শেষোক্ত অভিমতটি সমর্থন করিয়াছেন।[৮৫]

এই দুই অভিমতের মধ্যপথে প্রকৃত সত্যটি অনুমান করা চলে। ইহা অনস্বীকার্য যে সুলতান শুজা দারুণ নৈরাশ্যে ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন। সুদীর্ঘ আটমাস অপেক্ষা করিয়াও মক্কা গমনের জন্য সামুদ্রিক নৌ-যান সংগ্রহে ব্যর্থতা তদুপরি তাঁহার ক্রমবর্ধিত দুঃসহনীয় অবস্থা এবং তাঁহার পরিবার-বর্গের শারীরিক নিরাপত্তা ও সম্মানহানির আশংকায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে তিনি মরীয়া হইয়া এক অতীব সঙ্কটাকুল ঝুঁকি লইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নানা কারণেই ঘটিয়াছিল। শুজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রথমতঃ তাঁহার প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক ও উপকারী বন্ধু ও মিত্র রাজা চন্দ্রসুধর্ম অকস্মাৎ অতন্দ্র ও অপেক্ষমান শত্রুতে পরিণত হইয়াছেন

এবং তিনি কামিনী-কাঞ্চনের লালসায় অনুপ্রাণিত হইয়া শুজার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। দিনের পর দিন চন্দ্রসুধর্ম ও তাঁহার অনুচরদের ব্যবহার অত্যন্ত অপমানকর এবং উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল এবং ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে অতি শীঘ্রই চূড়ান্ত সংঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং বাস্তবপক্ষে অচিরেই সেই চূড়ান্ত ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণ ও ইজ্জত উভয়ই বাঁচাইবার জন্য শুজাকে চরম দুঃসাহসী হইয়া উঠিতে হইল। বাওরী অতিশয় প্রাঞ্জলভাবে মুঘল শাহযাদার গুরুতর সংকটময় অবস্থা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

> চন্দ্রসুধর্মের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রাজা নিদারুণ ভাবে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ক্রোধ কোনরূপেই প্রশমিত হইল না এবং তিনি সুলতান ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।[৮৬]

ম্রওক্যে উর আশেপাশের আরাকানের বাসিন্দা মুসলমানদের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহায়তায় শুজা মঘরাজার বিরুদ্ধে এক উত্থান সংঘটিত করিয়া ম্রওক্যে-উর রাজবংশ বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করিবার মায়াময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

বার্নিয়ে লিখিয়াছেন :

> সুলতান শাহ্ শুজা কর্তৃক তাঁহার এক কন্যার সহিত আরাকান রাজের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে রাজা এতদূর ক্রুদ্ধ হইলেন যে শুজার জীবন অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠিল। তাঁহার সম্মুখে এখন তাঁহার ভবিষ্যত কর্মসূচী নিরূপণের সমস্যা দেখা দিল। তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয়তার একমাত্র অর্থ নীরবে ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা। অন্যদিকে মক্কা যাত্রার মৌসুমও অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে যে কোনও একটি সিদ্ধান্ত পৌঁছিবার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল বহু চিন্তার পরে তিনি এমন এক অবিবেচনা-প্রসূত দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন যাহা দ্বারা পরোক্ষে তাঁহার চরম আশাহত অবস্থাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

[অবশ্য এইমন্তব্য করিবার পরই বার্ণিয়ে নিজেই একমত হইয়াছেন যে] প্রথম দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনাটি অবিবেচনা-প্রসূত ও বেপরোয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহা একটি অত্যন্ত সাহসিক পরিকল্পনা ছিল এবং সরজমিনে উপস্থিত মুসলমান, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজগণ আমাকে (বার্নিয়েকে) অবহিত করিয়াছিলেন যে পরিকল্পনাটি সফল হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।[৮৭]

মানুচ্চি এই উক্তি সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

তিনি (শুজা) উৎপীড়ন ও ঔদ্ধত্যের আশংকা করিতেছিলেন। তাঁহার সশস্ত্র জনবল অত্যন্ত স্বল্প ছিল কিন্তু আরাকানবাসী বহু মুঘল ও পাঠান তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এই কারণেই তিনি আকস্মিক উত্থানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে হত্যা করিয়া আরাকান রাজ্য করতলগত করিবেন এবং নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া পুনরায় বাংলাদেশে গমন করিয়া স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষা করিবেন। যদি ইহাতে (শেষোক্ত প্রচেষ্টায়) ব্যর্থই হন তবে অন্ততঃ আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।[৮৮]

ষ্টুয়ার্ট উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

শুজার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তরে রাজা নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং শুজাকে অনতিবিলম্বে তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। হতভাগ্য শাহযাদা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে রাজার অন্তর ধনলিপ্সায় ও লালসায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদের ভাগ্যে নিশ্চিত-মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে।[৮৯]

তাঁহাদের বিবরণীতে বার্ণিয়ে ও অন্যান্য লেখকগণ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ঝুঁকি লওয়া সত্ত্বেও শাহ্ শুজার সাফল্যের বেশ কিছুটা আশা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজ্য বিশেষতঃ রাজধানী ম্রওক্যে-উ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক শহর ও বন্দরবাসী জনসাধারণের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় আরাকানী ও ভারতীয়

অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল। ইহাদের মধ্যে আবার সুবাহ্ বাংলা হইতে আগত মুসলমান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানে প্রবল মুসলিম প্রভাবের বিষয় বহু লেখকই উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ণিয়ে লিখিয়াছেন যে আরাকানরাজ স্বয়ং পৌত্তলিক হইলেও দেশবাসী জনসাধারণের সহিত বহু মুসলমানও সংমিশ্রিত হইয়া বসবাস করিত। এই মুসলিমগণের অনেকেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। আবার অনেকে উপকূল অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা ধৃত বন্দীরূপে আনীত হইয়াছিল। মানুচ্চিও উল্লেখ করিয়াছেন যে "শাহ্ শুজা আরাকানে বহু মুঘল ও পাঠান বসবাসকারীর সাক্ষাত পাইয়াছিলেন। এবং তাহারা তাঁহার প্রতি সহানভূতিশীল ছিল।" সান শোয়ে-বু'ও স্বীকার করিয়াছেন যে "এই দেশে (আরাকানে) বহু মুসলমান বসতি স্থাপন করিয়াছিল।"[৯০]

ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক এবং মরহুম মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁহাদের গ্রন্থে তৎকালীন আরাকানে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা ও শক্তি সামর্থের পরিমান নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং মাহবুব-উল-আলম উক্ত গ্রন্থকারদের অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।[৯১]

উপরোক্ত গ্রন্থকারদের অভিমতে এই সীমান্ত অঞ্চলে [বাংলাদেশে] মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্বেই মেঘনা নদীর পূর্বতীর হইতে আরাকান পর্যন্ত ভূখণ্ডে খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতকে ইসলাম ধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছিল। তৎপর মুসলিম প্রভাব অতি দ্রুত বর্ধিত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ ও সুদৃঢ় হইয়াছিল। গ্রন্থকারগণ যথার্থভাবেই আরাকানরাজ মিন স' মুন (১৪০৪—৩৪ খৃষ্টাব্দ) এর রাজত্বকাল হইতে মুসলিম ধর্মের বর্ধন ও প্রসারের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা মিন স' মুন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের হস্তক্ষেপের ফলে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে আরাকানী সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পরবর্তীকালে আরাকানী মুদ্রায় উৎকীর্ণ মুসলিম কলেমা ঐ দেশে প্রবল মুসলিম প্রভাবের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বিখ্যাত সান্দিখান মসজিদসহ অন্যান্য মসজিদ দেশের নানাস্থানে নির্মিত হইতে থাকে ও ইসলামী আচার-ব্যবহার ও

রীতিনীতি এই সময় হইতেই সুদৃঢ়ভাবে কায়েম হইয়াছিল। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া মুসলিম প্রভাবের সম্পূর্ণ আধিপত্য আরাকানে বিরাজ করিয়াছিল।

রাজা মিন স' মুনের মঘ সিংহাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় হইতেই মন্ত্রী এবং পাত্র-মিত্র সহ মুসলমান কর্মচারী, চিকিৎসক (হাকিম বা তাবিব), কাজী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, বণিক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী ও কর্মজীবীগণ আরাকানে আগমন করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের সহিত একত্রীভূত হইয়া গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসরই অনুকূল মৌসুমী হাওয়ার অভাবে আরাকানী বন্দরসমূহে অপেক্ষমান আরবী, পারসিক ও ভারতীয় মুসলমানদের বাণিজ্য-পোতগুলির মাল্লাদের অস্থায়ী সমাবেশ সাময়িকভাবে গড়িয়া উঠিত।[৯২]

জনাব এনামুল হক ও মুনশী আবদুল করিম উভয়েই ম্রওক্যে উ' তে সমৃদ্ধি-প্রাপ্ত সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলিম কবিদের রচিত পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমতে চট্টগ্রামের জনৈক আশরাফ খান শ্রীসুধর্ম রাজার যুদ্ধ মন্ত্রী বা লশ্‌কর-উজীর ছিলেন। উক্ত লেখকদের অভিমতটি রাজা শ্রীসুধর্মের রাজত্বকালে আরাকান পর্যটক অগাষ্টিনিয়ান ধর্মযাজক ম্যানরিক কর্তৃক আংশিকভাবে সমর্থিত হইয়াছে। ডাঘরেজিষ্টারে মুসলমান "লশকরউসিল"কে প্রধান মন্ত্রীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এনামুল হক ও আবদুল করিম উল্লেখ করিয়াছেন যে রাজা শ্রীসুধর্মের অল্পকাল পরে সিংহাসন আরোহণকারী রাজা নরপতিজির (১৬৩৮-৪৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে অন্য একজন মুসলমান তাঁহার যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন এবং মন্ত্রীর পুত্রও পরবর্তীকালে রাজা নরপতিজির উত্তরাধিকারী, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা থাডো মিনতার (১৬৪৫-১৬৫২ খৃষ্টাব্দে) এর প্রধান মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে জনৈক মুসলমান মাগন ঠাকুরের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। লেখকদ্বয় ম্রওক্যে-উ'র রাজসভায় বহু প্রধান ও অপ্রধান মুসলিম রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন।[৯৩]

তৎকালীন আরাকানে মুসলমান প্রভাবের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে শুজার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণরূপেই অবিবেচনাপ্রসূত বা বেপরোয়া বিদ্রোহ ছিল না। আরাকানীগণ যদি কোনক্রমে তাঁহার আকস্মিক অভ্যুত্থানে বিব্রত হইয়া পড়িত তবে সম্ভবতঃ আরাকানী ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত হইত।

শাহ্ শুজার বিদ্রোহ প্রচেষ্টার-কাহিনী বিভিন্ন লেখক বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

এ প্রসঙ্গে শৌটেনের বিবরণ সুস্পষ্ট নহে ঃ

> চাসাউসা [শাহ্ শুজা] তাঁহাকে পলায়নের পথের সন্ধানে সময় সময় (তাঁহার) ভৃত্যদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বাসকারী লোকদের নির্গমন পথ দিয়া তিনি পলায়ন করিবেন এবং ভৃত্যের বেশে নিজেও অপরিচিত থাকিতে পারিবেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি ও তাঁহার দলস্থ প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং তাঁহার পলায়ন সম্পর্কে রাজসভা সজাগ না থাকায় তিনি নিরাপদে নিরুদ্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পলায়নের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাঁহার অসংলগ্ন বিবরণে আরও কথিত আছে ঃ

> আরাকানরাজ বাংলার শাহ্যাদাকে ধৃত করিয়া সভায় আনয়নের জন্য চতুর্দিকে আদেশ প্রেরণ করিলেন। সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা আরও দ্বিগুণ দৃঢ় করা হইল। রাজ্যের সমস্ত মুসলমান অথবা পরিচয়-পত্রহীন যে সমস্ত লোককে মুসলমান বলিয়া মনে হইল, তাহাদের উপর সতর্ক পাহারা রাখা হইল। এই সমস্ত সতর্কতা গ্রহণের ফলে চাসাউসার বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। .. হতভাগ্য শুজা ধৃত হইলেন এবং তাঁহাকে এক আরাকানী গ্রামে বন্দী করিয়া রাখা হইল। পরে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। রাজার যে লোকেরা শুজাকে ধৃত করিয়াছিল তাহারা শুজাকে সেই অবস্থায়ই রাজহস্তে সমর্পণ করিল এবং ইহারাও তাহাদের প্রভু অপেক্ষা কম বিশ্বাসঘাতক ছিল না।[৯৪] শুজার সঙ্গীদের অনেকেই গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশিয়া গিয়া নিজেদের প্রাণরক্ষা করিল। শুজার মণিমুক্তারাশি রাজার কবলে পতিত হইল।[৯৫]

উক্ত ওলন্দাজ চিকিৎসক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে শুজা নিজের ও স্ব-পরিবারের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানির আশংকায় ম্রওক্যে-উ তথা আরাকান রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাঘরেজিষ্টারে সংরক্ষিত গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের পত্রের সারাংশ উল্লেখ করিয়া হল বলিয়াছেন: "১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী শুজা ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।" এই ব্যাপক হত্যানুষ্ঠানের কারণ ছিল যে "শাহযাদা প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া আরাকান রাজ্য তাঁহার করতলগত করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন।"[৯৬]

মুঘলদের হত্যার সময় শৌটেন ও গেরিট ভ্যান ভুরবার্গ উভয়েই ম্রওক্যে-উতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁহাদের নীরবতা ও অজ্ঞতার মর্ম হল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুজার বিদ্রোহ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আরাকানী পাল্টা-প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে (বহু ঐতিহাসিকদের মতে ইহা পাল্টা নহে বরং সরাসরি আক্রমণ) আরাকানীগণ পূর্বাহ্নেই "ওলন্দাজ ও ভারতীয় মুসলমানদের কিছু জাহাজসহ বন্দোবস্ত সমস্ত জাহাজঘাট হইতে দূরে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত রাস্তায় সৈন্য মোতায়েন ও নদীবক্ষে জালিয়া নৌকার প্রহরার ব্যবস্থা করিয়াছিল।' ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই পর্যবেক্ষকগণ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রহিয়া গিয়াছিলেন এবং এই নৃশংস ঘটনাবলী সংঘটিত হইবার পরই এ সম্পর্কিত ভয়াবহ সংবাদ ক্রমশঃ অল্প অল্প ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

হল আরও বলিয়াছেন:

> গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের প্রথম বিবরণ অনুসারে শুজার গৃহ আক্রান্ত হইলে তিনি গৃহে অগ্নি সংযোগ করিলেন ও রাত্রিযোগে তাঁহার পুত্রত্রয়, পরিবারভুক্ত মহিলাগণ ও তিনশত অনুগামীসহ গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। আরাকানী সেনাদল তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান বাং ও কনিষ্ঠ পুত্রকে ধৃত ও বন্দী করিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজসকাশে আনয়ন করিল এবং তৎপর ইহাদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। শাহযাদা নিজে ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র 'সান' (চাঁদ) সুলতান ত্রিপুরায় পলায়ন করিয়াছিলেন। পরে ভুরবার্গ শুনিতে পাইলেন যে শুজা পলায়ন করেন নাই।[৯৭]

ইহার পর কয়েক মাস অতিক্রম হইয়া গেলেও শুজার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা রহস্যাবৃত রহিয়া গেল। ডাঘরেজিষ্টারে এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

> পূর্বোক্ত ২২শে ফেব্রুয়ারীতে প্রাপ্ত আরাকানী সূত্রে বলা হইয়াছে যে শাহযাদা চাসৌসা পলাতক আছেন এবং তাঁহাকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায়ই পাওয়া যায় নাই। এ সম্পর্কে আক্রমণের প্রথম সংঘর্ষেই তিনি ধ্বংস হইয়া গিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ না থাকিলেও তাঁহার দেহ সম্ভবতঃ এই কারণেই সনাক্তের অনুপযোগী করিয়া ফেলা হইয়াছিল যেন রাজসভায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শাহযাদার মূল্যবান মণিমুক্তা (আত্মসাৎ করিয়া) পরিধান করিতে পারে। শুজার তিনপুত্র ও পত্নী ও কন্যাদের ধৃত করিয়া রাজপ্রাসাদে আনয়ন করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখার পর তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া একটি ছোট বাসগৃহে থাকিতে দেওয়া হইল। আরাকানীদের করতলগত স্বর্ণ ও রৌপ্য গলাইবার জন্য প্রতিদিন রাজকোষে আনয়ন করা হইতেছে।[৯৮]

বার্ণিয়ের অভিমতে শুজা বেপরোয়া হইয়া বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বার্ণিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন তিন বা চারিটি বিবরণ পাঠের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত বিশদ বিবরণ দিয়াছেন ঃ

> আরাকানরাজ পৌত্তলিক হইলেও সেখানকার জনসাধারণের সহিত মিশিয়া বহু মুসলমানরাও বসবাস করিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল অথবা উপকূল অঞ্চলের পর্তুগীজ জলদস্যুদের কর্মতৎপরতার সময় ধৃত হইয়া দাসরূপে ধৃত ও আনীত হইয়াছিল। শুজা গোপনে এই সকল মুসলমানকে স্বীয় মতে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদের সহিত বাংলা হইতে আগত অনুগামীদের অবশিষ্ট দুইশত অথবা তিনশত জনকে যোগ করিলেন। এই সংযুক্ত শক্তির সহায়তায় তিনি রাজাকে আকস্মিক আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে

হত্যা করিয়া নিজে ঐ দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এই পরিকল্পনাটি অবিবেচনা-প্রসূত ও বেপরোয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহা একটি অত্যন্ত সাহসিক পরিকল্পনা ছিল এবং সরজমিনে উপস্থিত মুসলমান, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজগণ বার্ণিয়েকে অবহিত করিয়াছিলেন যে পরিকল্পনাটি সফল হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আক্রমণের পূর্বদিন পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইয়া পড়ায় এবং ঘটনার সহিত নিবিড়-ভাবে জড়িত থাকায় শুজা ও তাঁহার পরিবারের উপর ধ্বংসের ছায়া নামিয়া আসিল।

শাহযাদা পেগু অভিমুখে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। চারিদিকে পর্বত ও বনভূমির দ্বারা বেষ্টিত হইলেও পলায়নের প্রচেষ্টা অসমীচীন ছিল না কারণ এখন বিলুপ্ত হইয়া গেলেও তৎকালে (আরাকান হইতে) পেগুর দিকে গমনের সরাসরি পথ ছিল। তাঁহার পলায়নের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে ধৃত করা হইল। তিনি আশানুরূপ ভাবেই সাহসিকতার সহিত পশ্চাদ্ধাবন-কারীদের মোকাবিলা করিলেন। অগণিত-সংখ্যক বর্বর আরাকানী তাঁহার হস্তে নিহত হইল এবং অবশেষে আক্রমণকারী দল দ্বারা পরাস্ত হইয়া তিনি এই অসম যুদ্ধে বিরত হইলেন। সুলতান বাং তাঁহার পিতার ন্যায় না হইলেও সিংহশক্তিতে যুঝিয়াছিলেন। অবশেষে চতুর্দিক হইতে বর্ষিত প্রস্তরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তিনি বন্দী হইলেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতা ও ভগ্নীগণ ও দুই ভ্রাতাসহ বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

সুলতান শুজা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে যে একজন খোজা, একজন মহিলা ও অপর দুই ব্যক্তিসহ তিনি পাহাড় অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর একটি প্রস্তরাঘাতে ভূতলশায়ী হইলে খোজাটি স্বীয় পাগড়ী দ্বারা তাঁহার মস্তকের ক্ষতটি বাঁধিয়া দিলে তিনি উঠিয়া বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন।[৯৯]

মানুচ্চি উক্ত বিবরণ সমর্থন করিয়া মুঘল শাহযাদা ও তাঁহার পরিবারের হত্যার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

> তিনি (শুজা) তাঁহার পরিকল্পনাটি তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে অবগত করাইলে, তাহারা উহা অনুমোদন করিয়াছিল। কিন্তু গোপনতার কারণে তাহাদের পরিকল্পনাটি বিলম্বিত হওয়ায় আরাকানরাজ ষড়যন্ত্রের সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। শাহ্ শুজা ও তাঁহার সমস্ত অনুচরদের হত্যা করিবার সংকল্প করিয়া রাজা তিন সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক এইরূপ চারিজন প্রধান অধিনায়ককে তলব করিলেন ···ইহাদের এই আদেশ দিলেন যে একদিন প্রাতে ইহারা একযোগে 'আরাকানরাজ জিন্দাবাদ', 'শাহ্ শুজা ও বিশ্বাসঘাতকদল মুর্দাবাদ' ধ্বনি করিতে করিতে উহার সুযোগে সকলকে হত্যা করিবে। আদেশ অনুসারে কার্য করা হইল এবং অধিনায়করা যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই হত্যা করিয়া রাজাদেশ পালন করিল। হতভাগ্য শাহযাদার নিকটে সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে হস্তীতে আরোহণ করিলে ব্যক্তিগত ভাবে কিছুটা সম্মান পাইতে পারেন। কিন্তু মঘগণ সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া অতিশয় প্রচণ্ড ও নিদারুণ ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চীৎকার, আর্তনাদ এবং একদল 'শাহ্ শুজার (প্রাণ চাই) মুর্দাবাদ, পুত্র বাং মুর্দাবাদ' ও অন্যান্যরা 'বাংলা হইতে পলায়নকারী বিশ্বাসঘাতক মুঘলগণকে হত্যা কর' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে আক্রমণ করিল। শাহযাদা বাং বন্দী হইলেন এবং শাহ্ শুজা কতিপয় লোকসহ জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। শুজা তাঁহার ধনরত্ন এই বর্বরদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে উদার হস্তে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন যাহাতে এই মূল্যবান দ্রব্যাদি পাইয়া তাহাদের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি পলায়নের জন্য মুক্তপথ পাইতে পারেন। কিন্তু মঘগণ এই মুক্তহস্তে বিলানো সম্পদের প্রতি কোনরূপ দৃকপাত না করিয়া ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের ন্যায় শাহযাদার

> পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড ও অনাবৃত করিয়া ফেলিয়া তাঁহার সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করিয়া নিল।...পুত্র বাং কিছুকাল বন্দীদশা যাপন করিয়া মুক্তি পাইলেন।[১০০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শুজা যে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বাওরী আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে চন্দ্রসুধর্ম সন্দেহের বশবর্তী মাত্র হইয়া নিজের লোকদের দ্বারা স্বীয় প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া এই দুষ্কর্ম শুজার নামে আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফলে ন্যায়রক্ষক ও দেশীয় সৈন্যরা শুজা, তাঁহার সহায়হীন পরিবার ও অনুগামীদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছিল। বাওরী তৎপর এই উপসংহার টানিয়াছেন যে সুলতান শাহ্ শুজা একটি ছোটদল সহ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কঠোরতার সহিত তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবণ করা হইল যে সেই পর্বতময় বনভূমিতেই তাঁহাদের সমাধি রচিত হইল।[১০১]

পার্বত্য অঞ্চলে পলায়নের সংবাদটি হ্যামিল্টনও সমর্থন করিয়াছেন এবং এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :

> বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন মৃত্যুরই শামিল বিবেচনা করিয়া শুজা বনাকীর্ণ পর্বতসমূহ অতিক্রম করিয়া পেগু রাজ্যে গমনের সিদ্ধান্ত করিলেন। পেগুর দূরত্ব একশত মাইলের অধিক ছিল না (?)। সুতরাং রাজার (রাজ্য হইতে বহিষ্কারের) হুকুম পাইবার পরদিন শাহযাদা স্বীয় পরিবার, ধনরত্ন ও অনুগামীদের লইয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু বর্বর আরাকানরাজ একটি পশ্চাদ্ধাবনকারী দল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শুজা বনের মধ্যে অনতিদূরে পলায়নের পরই দলটি তাঁহাদের বন্দী করিল এবং শাহ্ শুজার দলস্থ অধিকাংশ লোককে হত্যা করিয়া লজ্জাকর বিজয়োল্লাসে তাঁহাদের লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। শুজা ও তাঁহার সুন্দরী কন্যার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল কেহই তাহা সঠিকরূপে বলিতে পারে না। তাঁহারা সংঘর্ষের ফলে অথবা বন্যহস্তী বা ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়া নিহত হইয়াছিলেন তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু আরাকানীরা বলে যে তাহারা মানুষরূপী পশুদের হাতে নিহত না হইয়া

> বন্য জন্তুর কবলে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা ঘটিবার ফলে আরাকানের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব ধনসম্পদ রাজকবলে পতিত হয়।[১০২]

বাওরী, ডাও, ষ্টুয়ার্ট ও তাঁহাদের অনুসরণকারী স্পীয়ারম্যান ও ফেয়ার শুজার বিদ্রোহ প্রচেষ্টার বিষয়টি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। অপরপক্ষে তাঁহারা ন্যূনাধিক এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে শুজা কর্তৃক তাঁহার কন্যার সহিত রাজার বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে আরাকানরাজ শুজার পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং সপরিবারে শাহযাদাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে শুজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আরোপ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য মুঘল শাহযাদার প্রতি কেবল মাত্র মুসলমানই নহে বরঞ্চ সকল জাতীয় জনসাধারণেরই সহানুভূতি থাকায় আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। ডাও বলেন ঃ

> শুজার চল্লিশজন সতর্ক প্রহরীর (শরীররক্ষীর) দৃষ্টিকে এড়াইয়া শুজাকে গোপনে হত্যা করা অসম্ভব ছিল। অতএব শুজার ধন সম্পদ গ্রাস করিবার ও তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার শত্রুদের সন্তুষ্টিবিধান উদ্দেশ্যে রাজবিরোধী ষড়যন্ত্রের কাহিনী অতি নিপুণ অধ্যবসায়ের সহিত সাধারণে ও বিদেশে প্রচার করা হইল। শুজা কর্তৃক রাজ্যের শাসককে নিহত করিয়া রাজ্য হস্তগত করিবার পরিকল্পনার বিষয়টী রাজার প্রচারণায় সমর্থিত হইল।

ডাও আরও লিখিয়াছেন ঃ

> কাহিনীটী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। মাত্র চল্লিশজন অনুচর লইয়া একজন বিদেশীর পক্ষে কিরূপে নানাধর্মে বিশ্বাসী একটি জাতির উপর শাসনকরা সম্ভব হইত তাহা বোধগম্য নহে।
>
> রাজা মিথ্যাভীতির অভিনয় করিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মন্ত্রণা পরিষদের সভা আহবান করিলেন। তিনি সভাসদদের নিকট 'ষড়যন্ত্রের' বিষয় ব্যক্ত করিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের যন্ত্রণা চাহিলেন। তাঁহারা একযোগে শুজা ও তাঁহার অনুগামীদের অনতিবিলম্বে দেশ হইতে

বহিষ্কারের অভিমত প্রকাশ করিলেন। রাজা এই মন্ত্রণায় নিরাশ হইলেন, কিন্তু (তথাপি) তিনি স্বীয় ঈপ্সিত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।[১০৩]

ডাওয়ের এই বিবরণ অনুসারে শুজা তাঁহার বাসগৃহের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজার পরিকল্পনার মোকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার বাসগৃহটি বাবুডওং পাহাড়ের পাদদেশে এক অপরিসর ও দুর্গম ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। এই ভূখণ্ডটি একদিকে খাড়া পর্বত ও অন্যদিকে আরাকানে উত্থিত ও পেগুরাজ্যে পতিত ইন্দা (বা এইনজা বা বর্তমান লেমরো) নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। ভূখণ্ডের উভয়প্রান্তে একদিকে পর্বত ও অপরদিকে নদীর অবস্থানে একটি গিরিপথের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশজন সশস্ত্র অনুচর সহ শুজা একদিকের পথমুখে এবং বাকী লোকদের লইয়া তাঁহার পুত্র অপরদিকে পথটির প্রহরায় রহিলেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে স্বল্পসংখ্যক শরণার্থী প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত রক্ষার জন্য মরীয়া হইয়া বেপরোয়াভাবে লড়াই করিয়া অচিরেই পরাভূত হইল। ডাও-এর মতে শাহ্ শুজা ও তাঁহার দুইজন বন্ধুকে একটি ডোঙ্গাযোগে নদীমধ্যে লইয়া গিয়া ডোঙ্গাটি ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ফলে তাঁহারা জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কারণ ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন রীতি অনুসারে রাজরক্তপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; শুজার স্ত্রী ও কন্যাগণ আরাকানীদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা ও পলায়নের উদ্দেশ্যে নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া রাজকীয় হারেমে প্রেরণ করা হইল।[১০৪]

৮। শাহ্ শুজার পরিবার

রাজ-অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে কামার্ত রাজা শুজার পত্নী পিয়ারা বানুর সন্নিকটে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে তিনি ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাদ্বয় বিষপান করিয়া তাঁহার সহগামিনী হইলেন। কনিষ্ঠা আমিনা বানুকে রাজা বলপূর্বক স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও বন্দী অবস্থায় আত্মগ্লানি ও মর্মপীড়ায় অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র (সম্ভবতঃ ষোড়শ বৎসর বয়স্ক সুলতান বাং বা বুলন্দ আখতারকে জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে) আহত ও ধৃত না হওয়া পর্যন্ত একটি গিরিপথ রক্ষা করিতেছিলেন এবং রাজার নির্দেশে মঘদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে শুজা ও তাঁহার অসহায় পরিবারবর্গ বিদেশভূমিতে (তাঁহাদেরই) প্রাক্তন আমন্ত্রণকারী আশ্রয়দাতার হস্তে নির্মূল হইয়া গেলেন।[১০৫]

একটি বিষয় ব্যতীত ষ্টুয়ার্টের বিবরণটিও অনুরূপ। ভিন্নমতের বিষয়বস্তুটি এই যে মন্ত্রণাপরিষদ যখন রাজার মনঃপুত কার্যক্রম সোপারেশ করিতে অস্বীকার করিল তখন চন্দ্রসুধর্ম তাঁহার সৈন্যদের এই আদেশ দিলেন যে তাহারা 'মুঘল-দিগকে তাঁহাদের বাসস্থান হইতে চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হইতে বাধ্য করিবে এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার সময় একটিমাত্র মঘ-জীবনও বিনষ্ট হইলে সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ককে ইহার প্রতিশোধ লইতে অধিকার দেওয়া হইল।"[১০৬] বলা বাহুল্য এই আদেশের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে মঘ-সেনানীদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

হার্ভে তাঁহার লিখিত 'শাহ্ শুজার জীবন পরিণতি' সম্পর্কিত নিবন্ধে ও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসগ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে 'শুজা তাঁহার নিজস্ব দুইশত অনুচর ও স্থানীয় মুসলমানদের সহায়তায় উত্থানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় তিনি ও তাঁহার অনুচরেরা পরাভূত হ'ন। আগন্তুক শরণার্থীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বেপরোয়া হইয়া ম্রওক-উ শহরে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল। শুজা নিজে দেশের অভ্যন্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাদধাবন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাঁহার কন্যাদের হারেমে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং রাজার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার (হার্ভের মতে পিয়ারা বানু) বিবাহে রচিত সংগীত ও কবিতাগুলি আজও সমাদর লাভ করিয়া থাকে।'[১০৭]

অন্যান্য আরাকানী ঐতিহাসিকের ন্যায় সান শোয়ে বু'ও হতভাগ্য শাহ্ শুজার প্রতি কোনওরূপ সহানুভূতি না করিয়া তাঁহার লিখিত বিবরণীতে মুঘল রাজ-বংশীয়দের হত্যা সম্পর্কিত ঘটনাটিকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরাকান-রাজের তথাকথিত নিষ্ঠুর আচরণকে যুক্তি দ্বারা সমর্থণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গভীর দুঃসময়েও শুজার চিত্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার ন্যায় দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর অভাবের উল্লেখ করিয়া সান শোয়ে ব' লিখিয়াছেন ঃ

> অতি অল্পকালের মধ্যেই শুজা তাঁহার উপকারী বন্ধু রাজাকে অপসারণ করিয়া নিজে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণের কল্পনা করিলেন। আরাকানে বহু মুসলমান বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনি বস্তুতঃপক্ষে সকল মুসলমানকেই তাঁহার দলে আনয়ন করিয়াছিলেন। অতি দ্রুত সার্বিক বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। কিন্তু হায়! অবশেষে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া গেলে শুজা তাঁহার দলবল সহ নিরাপত্তার জন্য উত্তর আরাকানের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।
>
> চন্দ্রসুধর্ম রাজা বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার এই সংবাদ অবগত হইয়া কিছুকালের জন্য হতবাক হইয়া গেলেন। পলায়ন-কারীদের পশ্চাদধাবন করিয়া রাজ-সমীপে আনা হইল। ক্ষণকালের জন্য রাজা বিষাদ-মগ্ন হইয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার আন্তরিক বিতৃষ্ণায় তিনি শুজা, তাঁহার পুত্রগণ ও তাঁহার দলের প্রধান কর্মচারীদের অনতিবিলম্বে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। রাজার মন্ত্রীদের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া এই আদেশ কার্যকরী করা হইল। মন্ত্রীগণ এই অভিমত দিলেন যে অপরাধীরা জীবিত থাকিলে দেশে শান্তি থাকিবে না। শুজার স্ত্রী ও বাকী দুই কন্যার জীবন রক্ষা পাইল এবং তাঁহাদিগকে রাজার শাহযাদী স্ত্রীর সহিত থাকিতে দেওয়া হইল। শুজার অন্যান্য অনুচরদের এই যুক্তির বলে অব্যাহতি দেওয়া হইল যে তাঁহারা ভৃত্য মাত্র এবং কেবল মাত্র তাহাদের প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিল।[১০৮]

অবশ্য পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সান ব' উ আরাকানের রাজ-অনুমোদিত উ ঙ্গা মে প্রণীত মহারাজা উইনের উপর ভিত্তি করিয়া শাহ্ শুজার চরিত্রের ভিন্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। এই বিবরণীতে সুলতান শাহ্ শুজাকে সৌন্দর্যবান ও রাজকীয় এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সকলেই তাঁহার এই সব গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হইত এবং লিখিত হইয়াছে যে সব গুণাবলীতে

তিনি তাওয়াতেইমসা (ত্রয়োত্রিংশ) স্বর্গের অধীশ্বর থা-জা-মিনকে (Tha-Kya-Min) অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন।[১০৯]

সান ব'উ তৎপর শুজার বিদ্রোহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ পেশ করিয়াছেন :

> ১০২৩ ব্রহ্মাব্দের (১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী) তাবাডোয়ে (Tabo-dwe) মাসে শুজা আরাকানের সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রসুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন।[১১০] কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনি তাঁহার পরিবার ও অনুগামীদের ভাগ্যের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া গছপা নদীর (কালাডান নদী) উৎসকেন্দ্রে পলায়ন করিলেন। শুজার জ্যেষ্ঠপুত্র (সুলতান বাং) চন্দ্রসুধর্মের উত্তেজিত সৈন্যদের দ্বারা আহত ও তাঁহার কিছুসংখ্যক অনুচর নিহত হইল। রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে তখন তিনি বাকী লোকদের জীবন-রক্ষার জন্য সত্বর আদেশ দিলেন।[১১১]

যদুনাথ সরকার মানুচ্চির অভিমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে 'ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আরাকান গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত থাকায় তাহাদের পক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং আমার বিশ্বাস যে শাহ্ শুজার পরিণাম সম্পর্কে পূর্ববর্ণিত বিবরণ সত্য।'[১১২]

এ প্রসঙ্গে আর একটি সূত্র Dalrymple's Oriental Repertory গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিক অর্মের (Orme) একটি আপাতঃদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বিবরণের উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে ম্রওক-উ হইতে বহু সহস্র মাইল দূরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সুলু (Sulu) দ্বীপে একটি সমাধিকে তাঁহার (অর্মের) নিকট শাহ্ শুজার সমাধি বলিয়া প্রদর্শন করা হয়। এই 'চাক্ষুষ' প্রমাণ সত্বেও ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় যে শুজা একাকী অথবা মুষ্টিমেয় অবশিষ্ট অনুচরবৃন্দ সহ আরাকান পর্বতরাজি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেন এবং ব্রহ্মদেশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নির্বিবাদে ও বিনা বাধায় পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্যামদেশ ও তথা হইতে সমুদ্রলংঘন করিয়া সুদূর সুলুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সান ব'উ অবশ্য মনে করেন যে শুজার পক্ষে স্থলপথে এইরূপ ভ্রমণ অসম্ভব হইলেও সমুদ্রপথে জাহাজযোগে সুলুদ্বীপ গমন তৎকালেও অসম্ভব ছিল না।[১১৩]

অবশ্য প্রাপ্ত সমস্ত প্রমাণ বিচার করিলে শুজার জীবনের রক্তাক্ত পরিণতি সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। এমন কি ম্রওক-উ'র বাঙ্গালী কবি আলাওলও এ বিষয়ে তাঁহার প্রায়-নীরবতা ভংগ করিয়া শুজার ভাগ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। আলাওল কর্তৃক ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে বিরচিত 'সয়ফল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল' পুথির মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন ঃ

তাহা পাছে সাহা যুজা নুর্পকুলসর ঃ
দৈব পরিপাকে আইল ঃ রোশাঙ্গ সহর ঃ
রোশাঙ্গ নৃপতি শঙ্গে করিল বিশমর্ব্বাদ ঃ
আপনার দোশ হেতু আইল অবশাদ ঃ
জথেকজে মোছলমান তার সঙ্গি হৈল ঃ
নৃপতির সাস্তি পাই বহুলোক মৈল ঃ[১১৪]

পুনরায় ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহার 'সেকান্দর নামা'র মুখবন্ধে বলিয়াছেন ঃ

শাহ যুজা রোসাঙ্গে আইল জৈব গতি
হতবুদ্ধি পাত্র সব দিল হত মতি
আপনার দোষ হোন্তে পাএ অবসাদ...[১১৫]

সর্বশেষে মঘদের আক্রমণ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত শুজার পুত্র ও কন্যাদের ভাগ্য সম্পর্কে উল্লেখ না করিলে শুজার কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিবে। শাহযাদাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে অন্তরীণ অবস্থায় এবং শাহযাদীগণ ম্রওক-উ'র তিনটি প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁহাদের সমস্ত ঐহিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিকাল পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শুজার নৃশংস হত্যার পর বাংলার মুঘল সরকার চন্দ্রসুধর্মের কবল হইতে শুজার পরিবারের অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য ওলন্দাজদের অনিচ্ছাকৃত সহায়তায় মীর্জা আলী বেগকে ম্রওক-উ'তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা চলিতে থাকে। অতঃপর আরাকান-রাজ এক আঘাতে শাহযাদা, শাহযাদীগণ সহ অবশিষ্ট জীবিত মুঘলদের জীবনদীপ নির্বাপিত করিয়া তাঁহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ আক্রমণ

বাহিনী সংগঠন করিয়া প্রেরণ করিলে ইহা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবনিযুক্ত সুবাহ্দার শায়েস্তা খানের হস্তে প্রচণ্ডভাবে পরাস্ত হইল।[১১৬]

ম্রওক-উ'তে সহায়হীন মুঘল রাজবংশীয় লোকদের হত্যার সর্বপ্রথম সংবাদ হুগলীর ওলন্দাজ কুঠি হইতে ওলন্দাজদের সদর দফতর বাটাভিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। ডাঘরেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, গোলযোগের সুযোগে পলায়নের উদ্দেশ্যে শাহযাদাগণ মোহওংয়ের রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিবার উদ্যোগ করিলে শাহযাদা ও মররী রীতিতে শ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তিদের শিরচ্ছেদ করা হইয়াছিল। ম্রওক-উ'তে গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের স্থলে অধিষ্ঠিত নূতন কুঠিয়াল ড্যানিয়েল সিক্স (Daniel Six) আরও বিশদ বিবরণে এই ঘটনা সমর্থন করিয়াছিলেন। বাটাভিয়ায় প্রেরিত এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> গত ২৫শে জুলাই দশ বা বারোজন বেপরোয়া 'মোগলদার' রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া উহা ভস্মীভূত করিয়াছে। শুজার তিন পুত্র ইহার পশ্চাতে আছেন এই সন্দেহে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয় এবং বহু মুর ও বাঙ্গালীদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও তাঁহাদের হত্যা করা হইয়াছে। অধিকন্তু ম্রওক-উ'তে দূত প্রেরণ করা হইলে রাজা এরূপ স্পর্ধা প্রদর্শন করেন যে প্রেরিত দূতদের মধ্যে একজনকে কয়েদ পর্যন্ত করেন। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।[১১৭]

বার্ণিয়ে লিখিত দ্বিতীয় মুসলিম বিদ্রোহের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

> শুজার ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, তাঁহার পরিবারের ভাগ্যে যে বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। ফিরাইয়া আনিবার পর নারী, শিশু ও পুরুষ সকলকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করা হইয়াছিল। অবশ্য অল্পকাল পরে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হইয়াছিল। রাজা শুজার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং (আরাকানী) রাজমাতা সুলতান বাং-এর সহিত পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইবার সুস্পষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।[১১৮]

এই সকল ঘটনাকালে সুলতান বাং-এর জন্য নিযুক্ত কতিপয় ভৃত্য মুসলমানদের সহিত যোগদান করিয়া পূর্ব ষড়যন্ত্রের ন্যায় আর একটি ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করিল। সম্ভবতঃ ষড়যন্ত্রকারীদের মদ্যপানজনিত মত্ততার দরুণ ষড়যন্ত্র কার্যকরী করিবার নির্দিষ্ট দিনে উহা প্রকাশ পাইল। এ বিষয়ে আমি বহু কাহিনী শুনিলেও একটিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করি। রাজা এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া শুজার পরিবারবর্গের প্রতি এত দূর কুপিত হইলেন যে সম্পূর্ণ পরিবারকে নির্মূল করিবার আদেশ দিলেন। এমনকি তাঁহার (রাজার) পরিণীতা শাহযাদী সন্তান-সম্ভবা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতিও এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রযোজ্য হইল। সুলতান বাং ও তাঁহার ভ্রাতাদের ভোঁতা ও ভীষণ দর্শন কুঠার দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হইল এবং ঐ দুর্ভাগা পরিবারের নারীদের অনাহারে মৃত্যু ঘটাইবার জন্য তাহাদের গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইল।

মানুচ্চি কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছেন ঃ

শাহ্ শুজা কতিপয় লোকসহ জঙ্গলে পলায়ন করিলেন এবং সুলতান বাংকে বন্দী করা হইল। শুজা উদার হস্তে তাঁহার মণিমুক্তারাশি বর্বরদের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া সৈন্যদের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত করিবার এবং তাঁহার পলায়নের পথ প্রশস্ত করিবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু মঘগণ এই স্বেচ্ছায় বিলানো সম্পদের প্রতি কোনরূপ দৃকপাত না করিয়া ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের ন্যায় শাহযাদার পশ্চাদধাবন করিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড ও অনাবৃত করিয়া তাঁহার সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করিয়া নিল।···পুত্র বাং কিছুদিন বন্দীদশা যাপন করিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতার চেষ্টা করায় রাজা কুঠারাঘাতে তাঁহার শিরচ্ছেদ করিবার আদেশ দিলেন। শাহ্ শুজার স্ত্রী ও কন্যাগণ রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। ইহাতে রাজ-অন্তঃপুরের অন্যান্য নারীদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হইলে রাজা সত্বর তাঁহাদের বিতাড়িত করিলেন এবং মৃত্যু

পর্যন্ত তাঁহারা গৃহ হইতে গৃহান্তরে সমাজচ্যুতদের ন্যায় দুঃখময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন।[১১৯]

ডাও বা ষ্টুয়ার্ট কেহই এই দ্বিতীয় মুসলিম বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। স্পীয়ারম্যান এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে শুজার হত্যার পর তাঁহার দুই পুত্র সলিল সমাধি লাভ করেন। ফেয়ার কেবল মাত্র অবশিষ্ট কন্যা আমেনা বানুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে 'তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনা হইয়াছিল এবং তিনি দুঃখ ও শোকে জর্জরিত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন।' মাহবুব-উল-আলম প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে 'শুজার বহু অনুচর প্রাসাদ-রক্ষীদের হস্তে নিহত হইয়াছিল। ঐ সব অনুচরদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আমেনা বানুকেও হত্যা করা হইয়াছিল।'[১২০]

সান শোয়ে বু বিশদভাবে এই 'বিদ্রোহ' ও তাহার ফলে শুজার জীবিত সন্তান-সন্ততি, অনুচর এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন ঃ

> এই ঘটনার (শুজার হত্যা) পর দুই বৎসর শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম হইয়া গেল। কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে শুজার অনুচরবৃন্দ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ তাহারা কোন লোভের বশবর্তী হইয়া অথবা তাহাদের প্রভুর প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিযোগে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিল। হট্টগোলের মধ্যে ম্রওক-উ'র গভর্ণর মান্অ থিরি (Manaw Thiri) অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলেন এবং রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ কোনও ক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। তাঁহাদের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় শাহযাদা ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্বেষবশতঃ তিনি তাঁহার প্রধান শত্রু মুঘলদের ধৃত ও হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। তৎপর তিনি শুজার স্ত্রী ও কন্যাদের হত্যার আদেশ দিলেন। এই ক্রুদ্ধ ও নির্মম নির্দেশ হইতে তাঁহার স্বীয় সন্তান-

> সন্তবা স্ত্রীও অব্যাহতি পাইলেন না। এই নিষ্ঠুর আদেশ এই বিবেচনায় কার্যকরী করা হইল যে এই সমস্ত অবিশ্বাসী লোকদের আরাকানের রাজভুক্ত লোকদের সমাজে বাস করিতে দেওয়া অতিশয় অন্যায় ও অসমীচীন কার্য হইবে।[১২১]

বহু সূত্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আমেনা বানুর হত্যার সময় তিনি সন্তান-সন্তবা ছিলেন। আমেনা বানুর হত্যাকাণ্ডই সন্তবতঃ রাজা চন্দ্রসুধর্মের সমস্ত অন্যায় কার্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অমানুষিক ও জঘন্যতম। তথাপি আরাকানী ঐতিহাসিকবৃন্দ প্রশস্তির ভাষায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 'চন্দ্রসুধর্ম রাজা ম্রওক-উ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।'[১২২]

আলাওল তাঁহার রচনায় এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের বিষয় সমর্থন করিয়া ম্রওক-উ'র মুসলিম-নিধন ও তাহাদের কারাবাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যর্থ বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার পর যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হইয়াছিল তাহাতে আলাওলের ন্যায় নিরীহ নাগরিকও কল্পিত সন্দেহের শিকার হইয়া পঞ্চাশদিন বন্দী অবস্থায় কারাগারে যাপন করেন এবং অবশেষে তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র প্রবল সোপারেশের ফলেই তিনি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১২৩] শাহ্ শুজা ও তাঁহার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সন্তবতঃ বিলম্বিত হইয়া বাংলাদেশের ওলন্দাজ ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মারফত ঘোড়াপথে বাংলার মুঘল দরবারে পৌঁছিয়াছিল। এই সকল সূত্রের একটি হইল দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত ওয়াকাই বা দৈনিক সংবাদ।

১লা মুহর্‌রম্, ১০৭২ হিজরী শনিবারের (১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট) ওয়াকাইতে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

> যখন খান-ই-খানান সিপাহ্‌সালারের (মীর জুমলার) বাণিজ্য তরী আরাকান হইতে রওয়ানা হইয়া ইসাকপট্টন (বর্তমান ভিজাগা-পট্টম) উপস্থিত হইল তখন সাংবাদিকগণ জাহাজের অধিনায়কের নিকট হইতে শুজার হত্যা-সংবাদের লিখিত সমর্থন চাহিলেন।

ওয়াকাইয়ের ১৪ই মুহর্‌রম, ১০৭২ হিজরী শুক্রবারের (১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট) সংখ্যায় নিম্নলিখিত সমর্থিত সংবাদটি আছে ঃ

> মসলীপট্টম হইতে খাস্‌সা-ই-শারফের জনাব মীর কাসিমের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্রে জানা গেল যে, পূর্বে খান-ই-খানান মীর জুমলার নৌ-বহরের চুলিয়া জাহাজটি রাখাং (আরাকান) বন্দর হইতে আগমন করিয়াছে। আরাকান-রাজ কর্তৃক শাহ্ শুজার হত্যা, তাঁহার পুত্র-কন্যাদের গ্রেফতার ও (মুঘল শাহযাদা) ভ্রাতাদের দ্বারা ভগ্নীদের হত্যার সংবাদও এই পত্রে জানা গিয়াছে। মখশী-উল-মামলিক আমিন খান ইতিমধ্যেই এই বিয়োগান্তক সংবাদ সম্রাটের গোচরীভূত করিয়াছেন।[১২৪]

শুজার মৃতদেহ আবিস্কৃত না হওয়ায় তাঁহার ভাগ্যের পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে কিছুই জানা যায় নাই। সমস্ত বিষয়টি রহস্যাবৃত হইয়া থাকায় নানারূপ গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বহু মিথ্যা দাবীদারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই বিষয় অর্‌ম্ লিখিয়াছেন :

> তৎকালে প্রাপ্ত বিবরণে কোন এক রাজা দ্বারা আরাকান রাজ্যসীমার মধ্যে শুজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার খণ্ডিত শির কখনই আবিস্কৃত হয় নাই এবং যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহাদের কেহই তাঁহার পলায়ন সম্পর্কে স্থির শপথ করিতে অপারগ হওয়ায় তাঁহার পলায়নের বিবরণটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। কারণ বাংলা ও আরাকান হইতে বহু দূরে সুলুদ্বীপে একটি সমাধিকে আজও (১৮০৫খৃঃ) শুজার সমাধি বলিয়া নির্দেশ করা হয়।
>
> ফলে কয়েকজন নকল শুজার আবির্ভাব হইল। এই প্রবঞ্চকদের মধ্যে শুজার অবর্ণিত অবয়বের সাদৃশ্যযুক্ত তাঁহার সৈন্যবাহিনীর জনৈক প্রাক্তন পাঠান সৈনিক অন্যতম। সে একদল অশান্ত পাঠানসহ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইউসুফজায়ী অঞ্চলে পৌঁছিয়াছিল।

অর্‌ম্ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সুরাট দখলের সময় আওরঙ্গ-জেবকে অসন্তুষ্ট করিবার জন্য শিবাজী বলিয়াছিলেন 'শুজা ভারতের ন্যায়সংগত সম্রাট

এবং তিনি শিবাজীর শিবিরে অবস্থান করিতেছেন এবং সুরাট শহরটি তাঁহাকে (শিবাজীকে) দান করিয়াছেন'। একটি বিবরণীতে শুজা পারশ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; আর একটি বিবরণ অনুসারে তিনি ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে পুর্নিয়ায় অবস্থিত মুরাংয়ের নিকট এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এমনকি ত্রিশ বৎসর পরে শাহযাদা বুলন্দ আখতার বলিয়া নিজেকে পরিচিত করায় একজন দাবীদার ব্যক্তিকে এলাহাবাদের সন্নিকটে গ্রেফতার করা হইয়াছিল।

পেগু বা শ্যামের রাজার সাহায্যে সুরাট অতিক্রম করিয়া শুজার গোলকুণ্ডা এবং মসলীপট্টমে উপস্থিতির গুজবের কথা বার্ণিয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই সমস্ত কাহিনীর কোন ভিত্তি নাই বলিয়াই অনুমিত হয়।[১২৫]

৯। শেষ অংক

এইরূপে শাহ্ শুজার বিয়োগান্তক পরিণতির করুণ কাহিনীর অবসান হইলেও যে সকল মতবিরোধ ও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে উহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অসুখী শাহযাদা কর্তৃক আরাকানে পলায়নের, মুক্তির চেষ্টা ও তাঁহার মৃত্যুর শেষ পরিণতির বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রধান মতবিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে শুজা ও তাঁহার দলবল ঢাকা (মেঘনার তীরবর্তী বন্দর) হইতে জাহাজযোগে চট্টগ্রামে বা ডিয়াংগায় পৌঁছিয়া তৎপর স্থলপথে ম্রওক-উ'তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অবশ্য একটি বা দুইটি ভিন্ন অভিমত অনুসারে শুজা ও তাঁহার দলবল ম্রওক-উ পর্যন্ত সমস্ত পথই জলপথে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁহারা প্রধানতঃ স্থলপথে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতমালা ও জংগলের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া সুবর্ণনগরী ম্রওক-উ'তে পৌঁছিয়াছিলেন।

ফ্রে সেবাষ্টিয়ান ম্যানরিক (Sebastien Manrique) ১৬২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলী হইতে ডিয়াংগা হইয়া ম্রওক-উ'র[১২৬] সন্নিকটে থামিয়া আরাকানের পারাগ্‌রী (Paragri) পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে হুগলী হইতে জলপথে ডিয়াংগা পৌঁছিতে তাঁহার ২৪ দিন এবং ডিয়াংগা হইতে স্থলপথে পারাগ্‌রী পৌঁছিতে ২২ দিন লাগিয়াছিল। অপরপক্ষে শুজা ও তাঁহার দলের ম্রওক-উ

পৌঁছিতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে হইতে ২৬ শে আগষ্ট অবধি ১১৩ দিনে অর্থাৎ ম্যান্‌রিকের দলের তিনগুণ সময়েরও অধিক লাগিয়াছিল। অবশ্য এই প্রসংগে ইহা স্মরণ করা উচিত যে শুজার দলে বহু নারী, শিশু এবং বস্তু-সামগ্রী থাকায় দলটি আকারে বৃহৎ ও গতিতে মন্থর হইয়া পড়িয়াছিল।

চন্দ্রসুধর্মের কামনা বা প্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মতামত পোষণ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে "নামে কিবা আসে যায়?" তবে তথ্য ও প্রমাণাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আরাকান-রাজ তাঁহার নিকট করুণা ও আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীদের অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া একজন মুঘল শাহযাদীকে বলপূর্বক 'বিবাহ'ই করিয়া ক্ষান্ত হন নাই বরং চরম হৃদয়হীনতার সহিত তাঁহাকেও অন্তসত্তাবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত দেখিতে পারা যায় বটে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া আরাকানী ঐতিহাসিকগণের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। তাঁহারা বলেন যে আরাকানে পৌঁছিবার পর শুজা সানন্দে ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার কন্যা বা ভগ্নীকে (বা উভয়কে) রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মতবাদ যে সম্যকরূপে কল্পনা-প্রসূত তাহা বর্তমান নিবন্ধে পরিবেশিত তথ্য ও আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

শুজার ব্যক্তিগত পরিণামের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন চরম সিদ্ধান্ত করা না গেলেও সমস্ত তথ্য বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে তিনি যে কোনও-রূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। শুজার ত্রিপুরা অথবা ব্রহ্মদেশ এবং তথা হইতে সুলুদ্বীপ বা সুরাট বা পারশ্য বা ইউসুফযায়ী প্রদেশে পলায়নের আনুমানিক কাহিনীও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমানিত হইয়াছে।

১০। তথ্য-নির্দেশ

১। Harvey, G. E. The Fate of Shah Shuja, 1661, in the *Journal of the Burma Research Society.* Vol. XII, Part 11 এপ্রিল, ১৯২২, পৃঃ ১০৭-১১৫। এই প্রকাশনার পরবর্তীকালে লব্ধ আরও নূতন তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান নিবন্ধে এই বিষয়বস্তুর উপর অধিকতর আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে।

২। মুহাম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম, আরকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫ ; San Shwe Bu, in *the Report of the Superintendent of Archaelogical Survey, Burma for, 1921.* Rangoon, পৃঃ ৩৭

৩। Harvey, ঐ, পৃঃ ১০৯।

৪। ম্রো-হওং (বার্মা ভাষায় উচ্চারণ মিয়ো-হওং) অর্থাৎ "পুরাতন নগরী" ; আরাকানের ম্রওক-উ রাজবংশের রাজধানী। সেই কারণে এই রাজধানী ম্রওক-উ নামেও সুপরিচিত ছিল এবং এই নামই বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ম্রোহওংয়েরই পুরাতন নাম এবং ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে হইতে সরকারীভাবে ব্যবহৃত হয়।

৫। মুনসী মুহাম্মদ কাজিম, আলমগীরনামা, কলিকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৬৮, পৃঃ ৫৫৬।

৬। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের *Daghregister* এর ভিত্তিতে Hall : D. G. E. কর্তৃক লিখিত Studies in Dutch Relations with Arakan:III: Shuja and the Dutch Withdrawal in 1665, *Journal of Burma Research Society*, Vol. XXV1, 1936, পৃঃ ১১৬ দ্রষ্টব্য।

৭। আলমগীরনামা, পৃঃ ৫৫৬-৫৫৮।

৮। এ সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। জয়নুদ্দিন ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু একাধিক বিবরণে শাহযাদা বাংকে (বাঙ্ক) চন্দ্রসুধর্মের নিকট দূতরূপে প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। Irvine এর অভিমত যে শাহযাদা বুলন্দ আখতারকে ভুলক্রমে বাং নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ডাঘরেজিষ্টারে 'বন সুলতান' কে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে Niccolao Manucci রচিত ও William Irvine অনূদিত *Storia do Mogor or Mogul India* (1653-1708) London প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০ দ্রষ্টব্য।

৯। Bernier, Francois, *Travels in the Mughul Empire*, A. D. 1656-68, Revised edition, Archibald Constable, London, 1891 ; পৃঃ ১০৯।

১০। অগভীর জলে চলাচলকারী এক ধরণের দাঁড়টানা যুদ্ধ-নৌকা। এই জাতীয় নৌকা বা তরী গ্যালী, গালীয়াসম, জালিয়া, জালোয়া, জলবা প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল।

১১। ডিয়াংগাতে (Dianga) বসতিস্থাপনকারী পর্তুগীজগণ।

১২। Manucci, Niccolao, পূর্বোক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৯-৩৭০।

১৩। Bowrey, Thomas, *A Geographical Account of Countries around the Bay of Bengal.* ed. by Sir Richard Temple, London, Hakluyt Society, 1905 ; পৃঃ ১৩৯-১৪১।

১৪। Schouten, Gautier, *Voiage de Gautier Schouten aux Indes Orientales Commence L'an 1658 & Fini L'an 1665. Traduit du Hollandais*...Tome Premier ; Amsterdam 1707. পৃঃ ১৯৪, ২৪৯-২৫০। এই বিবরণটি এ যাবৎ অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। শৌটেন ১৬৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের ম্রওক-উতে সংঘটিত চরম ঘটনাবলীর সময় সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁহার বিবরণের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

১৫। Elliot, H. M. & Dowson, John, *eds. The History of India as told by its own Historians,* London, *Trubner,* Vol. V11, Section LXXIX, পৃঃ ২৫৪ ১ম পাদটীকা।

১৬। Manucci, পৃঃ ৩৭০।

১৭। Bowrey ; Hamilton, Alexander, *A New Account of the East Indies,* Edinburgh, 1727. Vol. II ; পৃঃ ২৭ ; Schouten, Tome I, পৃঃ ২২৯।

১৮। Phayre, Lt. General Arthur, *History of Burma* ... London, 1883 ; পৃঃ ১৭৮। Dow, Alexander, *The History of Hindoostan from the Death of Akbar to...Aurangzeb,* London, 1772, পৃঃ ৩২৬-২৭।

১৯। Stewart, Charles, *The History of Bengal,* London, 1813 ; পৃঃ ২৭৬-২৭৮।

২০। Dow, পৃঃ ৩৩১। ডাওয়ের বিবরণ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত Thomas William Beale প্রণীত *The Oriental Biographical Dictionary*তে গৃহীত হইয়াছে ; পৃঃ ২১৭।

২১। মাহবুব-উল-আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১৬৫ ; সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, শাহ শুজার জীবন নাট্যের শেষ অংক, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭১ সন, পৃঃ ৬৫।

২২। চট্টগ্রামের লোকসংগীতে আমেনার হাঁহলা বা শোক-গীতি অতি জনপ্রিয় বিষয়।

২৩। রাজা চন্দ্রসুধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত উঙ্গা মে-'র সুপ্রসিদ্ধ রচনা।

২৪। মাহবুব-উল-আলম মুহম্মদকে প্রথম এবং জয়নুল আবেদীনকে দ্বিতীয় পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য ঃ মুহম্মদ বলিতে তিনি আপাতঃ-দৃষ্টিতে মুহম্মদ বাং বা বুলন্দ আখতারকেই নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জয়নুদ্দিনই জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন।

২৫। আলমগীরনামা ; পৃঃ ৫৫৭। মা'সীর-ই-আলমগীরী ; যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত ও কলিকাতা হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, পৃঃ ১৮। কাহিনীর প্রথমাংশে সরকার আলমগীরনামা অনুসরণ করিয়াছেন।

২৬। আলমগীরনামা, পৃঃ ৫৫৬-৬২ ; পারসী ভাষায় লিখিত বিবরণের উদার অথচ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

২৭। *The History of India by its own Historians*, ৭ম খণ্ড, ঃ ২৫৪ দ্রষ্টব্য।

২৮। কাফিখাঁ প্রণীত মুন্তাখাব-উল-লুবাব। উপরোক্ত গ্রন্থটি *The History of India by its own Historians* এ অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৭ম খণ্ড ; পৃঃ ২৫৪। সীমান্তবর্তী দুর্গ বলিতে সম্ভবতঃ ভালুয়া দুর্গের কথা নির্দেশ করা হইয়াছে। শুজা উহা আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। আরাকানরাজ্যের অন্তবর্তী চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের সীমান্তে ভালুয়া অবস্থিত ছিল।

২৯। চট্টগ্রামের বিপরীত দিকে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত ডিয়াংগা (Dianga) বন্দরটি অবস্থিত ছিল। ইহা জলদস্যু ও লুণ্ঠনকারী পর্তুগীজদের একটি সমৃদ্ধিশালী বসতি ছিল।

৩০। সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮।

৩১। Schouten, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯। এই উদ্ধৃতিতে রাজ্য অর্থে সম্ভবতঃ আরাকানের কথাই নির্দেশ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে শুজা তাঁহার দলবলসহ চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া আরাকান রাজ্যসীমায় প্রবেশ করিয়া আরাকানের কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৩২। Dow, পৃঃ ৩২৭।

৩৩। Stewart, পৃঃ ২৭৭-৮।

৩৪। বন্দরটি সনাক্ত করা কঠিন।

৩৫। তারিখটি সঠিক নহে। ডাঘরেজিষ্টারে প্রদত্ত তারিখে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের উল্লেখ আছে।

৩৬। Phayre ; পৃঃ ১৭৮-৯।

৩৭। ইতিহাস এই উক্তির সমর্থন করে না। আরাকানী জালিয়া নৌকাসমূহ বাংলা ও আরাকানের অগভীর উপকূলবর্তী সমুদ্রে বা নদীপথসমূহে চলাচল করিলেও, বঙ্গোপসাগর অতিক্রমের উপযোগী তাহাদের কোন জলপোত ছিল না বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৩৮। মাহবুব-উল-আলম ; পৃঃ ১৬৪-৬৫। নির্বাসিত ত্রিপুরা-রাজ আর একজন নির্বাসিত শাহ্যাদাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতটুকু সাহায্য দিতে পারিতেন বা চাহিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

৩৯। Ali, S. M., *History of Chittagong*, Dacca, 1964. পৃঃ ৫১।

৪০। Webster, J. E., *Tippera* (*Eastern Bengal Gazetters*). Allahabad, 1910. পৃঃ ২১।

৪১। পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। এই রাংগামাটি সম্ভবতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত না হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে স্থানটি উদয়পুর নামে পরিচিত, ইহা কুমিল্লা হইতে ১৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

৪২। Bernier, পৃঃ ১০৯।

৪৩। আলমগীরনামা, পৃঃ ৫৬১-২ ; মা'সির-ই-আলমগীরী (যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত) ; পৃঃ ১৮। আমল-ই-সালিহ্তে শেষোক্ত নির্দেশনার জন্য এলিয়ট ও ডাওসনের অনূদিত "The History of India by its own Historians" ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪ দ্রষ্টব্য।

৪৪। Hall তাঁহার নিবন্ধের ২৪ পৃষ্ঠায় গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা কৌতূহলোদ্দীপক যে শুজা ও তাঁহার দলবল ম্রওক-উ পৌঁছিবার পর প্রথমতঃ কিছু মাত্রা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বর্ধনা লাভ করিলেও সব সময় নজরাধীন ছিলেন এবং কোন বিদেশীকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে দেওয়া হইত না। তাঁহাদের বাসস্থান একদিকে নদী ও অপরদিকে খাড়াইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় অতিশয় দুর্গম ছিল।

৪৫। Schouten, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

৪৬। Bernier, পৃঃ ১০৯।

৪৭। Manucci, পৃঃ ৩৪৭, ৩৭০।
তথাকথিত প্রাসাদটি ছিল বাঁশ দ্বারা নির্মিত কুটির মাত্র। উহা আরাকানের ধনী লোকদের বাসগৃহের সমপর্যায়েরও ছিল না।

৪৮। Bowrey, পৃঃ ১৪১।

৪৯। Hamilton (১৭ নং নির্দেশ দেখুন), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৫০। Stewart, পৃঃ ২৭৮, ২৮০।

৫১। আলাওল, সেকেন্দারনামা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুঁথি সংগ্রহের হস্তলিখিত ৫৩২ সংখ্যক পুঁথি।)

৫২। তাঁহার প্রবন্ধের ১১ পৃষ্ঠায় এই অনুচ্ছেদটি আর এক অনুবাদে ব্যবহার করিয়াছেন। এক যোজন প্রায় ১৩ মাইলের মত।

৫৩। সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮। সম্ভবতঃ তিনি উঙ্গা মে প্রণীত মহারাজাউইন ছাড়াও তাহার আহৃত অন্যান্য আরাকানী তালপত্রে লিখিত ইতিহাস যথা *Do We Maha-razawin, Dinnywaddy Ayedawpon* এবং *Nga Lat Razawin* প্রভৃতির সাহায্য নিয়াছেন।

৫৪। Bernier, পৃঃ ১১০ ; Hamilton, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।

৫৫। Dow, পৃঃ ২২৮-৯।

৫৬। Stewart, পৃঃ ২৭৮।

৫৭। Phayre ; পৃঃ ১৭৮ ; এই অর্থের পরিমাণ ১২০০০ টাকা বলিয়া কথিত আছে।

৫৮। Hall, Studies in Dutch Relations with Arakan, পৃঃ ২৩।

৫৯। Hall, D. G. E., *A History of South-East Asia*, London, 1965, পৃঃ ৩৩৯।

৬০। Schouten, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪-২৩৭।

৬১। ঐ, একই গ্রন্থে।

৬২। ঐ, পৃঃ ২৩৯।

৬৩। সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮।

৬৪। পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

৬৫। গ্যালিয়াস জাতীয় নৌকাবহর।

৬৬। সান ব'উ, পৃঃ ১৯।
সান শোয়ে বু *Do We Maharazawin, Dinnywaddy Ayedawpon* এবং *Nga Lat Razawin* প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন।

৬৭। পূর্বোল্লেখিত সান ব'উ কর্তৃক উল্লেখিত উ ঙা মে প্রণীত মহারাজাউইন, পৃঃ ১৫; ইহা কৌতূহলোদ্দীপক যে ইতিহাসটি চন্দ্রসুধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। Bernier, পৃঃ ১১০।

৬৮। চন্দ্রসুধর্মের ধনলিপ্সাই যে শাহ্ শুজার ধ্বংসের অন্যতম মূল কারণ তাহা একাধিক ঐতিহাসিকের লেখনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৬৯। Hall, Studies in Dutch Relations with Arakan, পৃঃ ২৪।

৭০। পূর্বোক্ত।

৭১। Hall, Studies in Dutch Relations, পৃঃ ২৪।

৭২। Schouten, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩১-২৩৪।

৭৩। Bernier, পৃঃ ১১০।

৭৪। Manucci, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪।

৭৫। Hamilton, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭; Dowও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩২৯; Stewart, পৃঃ ২৭৮-৯।

৭৬। Bernier, পৃঃ ১১০-১১।

৭৭। Manucci, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯-৩৭১।

৭৮। সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮।

৭৯। মহারাজা উইন, উ ঙা মের ইতিহাসের উদ্ধৃতির উ কো কৃত অনুবাদ।

৮০। সান ব'উ, পৃঃ ১৯।

৮১। রাজর্ষি; আরাকানের লোকগাথায় পরীবানুর ও চট্টগ্রামের কিছু গাথায় আমেনা বানুর হাঁহলা বা শোকবিষয়ক বিলাপ অন্তর্ভুক্তি লাভ করিয়াছে।

৮২। Harvey, G. E., *History of Burma*, London, Longman's Press, 1925, পৃঃ ১৩৮। Hall, D. G. E., *A History of South East Asia*, পৃঃ ৩৩৯।

৮৩। Dow; পৃঃ ৩৩১; Beale, Thomas William, *The Orientel Biographical Dictionary*, Calcutta, 1881, পৃঃ ২১৭।

৮৪। পর্বোক্ত।

৮৫। পূর্বোক্ত।

৮৬। Bowrey, পৃঃ ১৪১।

৮৭। Bernier, পৃঃ ১১০-১১১।

৮৮। Manucci, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪।

৮৯। Setwart, পৃঃ ২৭৯।

৯০। Bernier, পৃঃ ১১১, Manucci, পৃঃ ৩৭৪ ; সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮ ; Manrique, Fray Sebastien, *Travels of Fray Sebastien Manrique, 1629-43*, ed, by Lt. Col. C. Eckford Luard, Oxford, Hakluyt Society, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৯১। এনামুল হক ও মুন্‌শী আবদুল করিম, আরকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (খৃষ্টীয় ১৬০০-১৭০০), কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৪-১২ ; মাহবুব-উল-আলম,।

৯২। এনামুল হক ও আবদুল করিম, উপরোক্ত পৃঃ ৪-৯। Manrique, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩ ; Hall, Studies in Dutch Relations... প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯।

৯৩। এনামুল্ হক এবং আবদুল করিম, পৃঃ ৭-১২।

৯৪। ইহা শাহ শুজার কতিপয় সংগী কতৃক বিশ্বাসঘাতকতার আভাষ দেয়।

৯৫। Schouten, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪, ২৩৬-২৩৭।

৯৬। Hall, Studies in Dutch Relations with Arakan, পৃঃ ২৪।

৯৭। ঐ, (প্রাগুক্ত)।

৯৮। ঐ, পৃঃ ২৩।

৯৯। Bernier, পৃঃ ১১১-১২। এ বিষয়ে ডাঘরেজিষ্টার ও শৌটেনের বিবরণ বহুলাংশে একরূপ।

১০০। Manucci, পৃঃ ৩৭৪-৭৫।

১০১। Bowrey, পৃঃ ১৪১-১৪২।

১০২। Hamilton, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।

১০৩। Dow, পৃঃ ৩২৯।

১০৪। ঐ, পৃঃ ৩২৯-৩০।

১০৫। ঐ।

১০৬। Stewart, পৃঃ ২৮০-২৮২।

১০৭। Harvey, *History of Burma*, পৃঃ ১৪৭; Harvey, The Fate of Shah Shuja, JBRS, 1922.

১০৮। সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮-৩৯।

১০৯। সান ব'উ, পৃঃ ১৫; Dow এবং Stewart শুজার চরিত্রের অত্যন্ত মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন বটে কিন্তু এখানে আরাকানী ইতিহাস হইতে শাহযাদার চরিত্র সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

১১০। সান ব'উর ইতিহাসে তারিখ সম্পর্কে ১ বৎসরের ভ্রান্তির উদ্রেক হইয়াছে; অবশ্য ডাঘ-রেজিষ্টারের প্রদত্ত তারিখ সর্বক্ষেত্রেই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১১১। সান ব'উ, পৃঃ ১৯। চন্দ্রসুধর্ম যে হতাবশিষ্ট মুঘলদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র পরার্থপরতার জন্য নহে কারণ ইহার পরে এইসব মুঘলদের আরাকানী সেনা-বাহিনীতে "কামান" বা তীরন্দাজরূপে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

১১২। Sarkar, J. N., *History of Aurangzeb*, Calcutta, 1925, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১১, ৬১৭।

১১৩। Dalrymple দ্বারা ১৭৯৩-৯৬ খষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *Oriental Repertory*-র উদ্ধৃতি সম্বলিত Orme রচিত *Fragments of the Mughal Empire*, London, পৃঃ ৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য; সান ব'উ, পৃঃ ১৭। সুলু দ্বীপটি বোর্ণিও ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে ৫০ অক্ষাংশ ও ১২০° দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

১১৪। আলাওল, সাইফুল মুল্‌ক্ বদিউজজামাল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংগ্রহের ৫১০ নং সংখ্যক পুঁথি।) এখানে উল্লেখিত উদ্ধৃতির বানান যথাযথভাবে উপরোক্ত পুঁথির অনুরূপ।

১১৫। আলাওল, সেকেন্দারনামা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংগ্রহের ৫৩২ সংখ্যক পুঁথি।)

১১৬। এই অনুচ্ছেদের বিশদ ইতিহাসের জন্য Hall প্রণীত Studies in Dutch Relations with Arakan, ৩য় পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৪-২৬ দ্রষ্টব্য।

১১৭। ঐ, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৪-২৬।

১১৮। অন্য কোন বিবরণে মঘ রাজমাতার বিবাহেচ্ছার কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টির উল্লেখ নাই।

১১৯। Bernier, পৃঃ ১১৪-১১৫।

১২০। Manucci ; পৃঃ ৩৭৫-৭৬।

১২১। Spearman, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ ; Phayre, পৃঃ ১৭৯ ; মাহবুব-উল-আলম, পুরাণা আমল, পৃঃ ১৬৮।

১২২। সান শোয়ে বু, পৃঃ ৩৮।

১২৩। এনামুল হক ও আবদুল করিম, পৃঃ ৪৮।

১২৪। Yusuf Husain, *Selected Waqai of the Daccan (1660-61 A. D.)* Hyderabad (Deccan).

১২৫। Bernier, পৃঃ ১১৩-১৪ ; Orme, পৃঃ ৪৯-৫০, ২১৯ ; Sarkar, J. N., পৃঃ ৬১০-১১।

১২৬। 'ম্রওক-উ' এই নামটি এই প্রবন্ধে অন্যত্র ভ্রমক্রমে 'ম্রওক্যে-উ' লিখিত হয়েছে।